Peace

কুরআন ও সহী হাদিসের আলোকে

শাফায়াত ও উসিলা

প্রফেসর ইকবাল কিলানী

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

শাফায়াত

ও

উসিলা

মূল
প্রফেসর ইকবাল কিলানী
শাইখ ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ আল-হাযেমী

অনুবাদ
মো: আমিনুল ইসলাম
মো : আল-আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

Peace Publication
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শাফায়াত ও উসিলা

প্রকাশক

মো : রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭১৫-৭৬৮২০৯, ; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : নভেম্বর – ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com
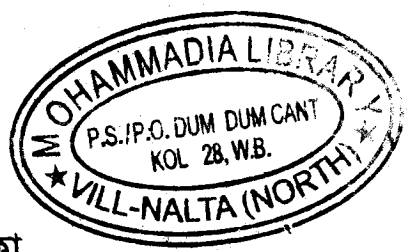
ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الَّذِىْ وَهَبَ لَنَا شَفَاعَةَ حَبِيْبِهِ الْمُجْتَبٰى وَالْمُصْطَفٰى فِىْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلِ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ مَنْ لَّا حِسَابَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشُفِعُوْا مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ لِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الَّذِيْنَ يَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ الشَّفَاعَةَ فِىْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে কেয়ামত দিনের ভীষণ বিপদের মাঝে তাঁর মনোনীত ও নির্ধারিত বন্ধুর শাফা'য়াত দানে ধন্য করেছেন।

আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ সত্তার ওপরে যিনি সর্বপ্রথমে হাশরের ময়দানে উঠবেন, যিনি সর্বপ্রথম শাফা'য়াতকারী হবেন ও যাঁর শাফা'য়াত সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। আরো (দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) তার সে সব পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথিদের (সাহাবায়ে কিরামের) ওপরে কিয়ামতের দিন যাদের হিসাব হবে না এবং ডান দিকের দরজা থেকে যাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে এবং সে সব মুমিন পুরুষ ও নারীদের ওপরেও (দরূদ ও সালাম) বর্ষিত হোক যারা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ বিপদের মাঝে রাসূল (সা)-এর নিকট শাফা'য়াতের জন্য আবেদন করবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বিশ্ব নন্দিত **প্রফেসর আল্লামা ইকবাল কীলানী** ও **শাইখ ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আল হাযেমী** এ দুজন মহান ব্যক্তিদ্বয়ের রচিত শাফায়াত নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো। শাফায়াত ও উসিলা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে একজন তাওহীদে বিশ্বাসী মুমিন বান্দাকে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সেই নিরীখে আমরা শাফায়াত ও উসিলা নামক গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনায় হাত দিই।

سُبُلُ الْهُدٰى وَالرَّشَادِ নামক কিতাবের ১২ নং খণ্ডের ৪৬২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

"ইবনে জারীর ও তিব্‌রানী (রহ) ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে কয়েকটি সনদে বর্ণনা করে, মাকামে মাহ্‌মুদই হলো শাফা'য়াত।

আর ইমাম আহ্‌মদ, তিরমিযী ও ইবনে জারীর (রহ) প্রমূখ বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সে আয়াত {"আপনার প্রতিপালক আপনাকে অবশ্যই মাকামে মাহ্‌মুদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (১৭-বনি ইসরাঈল : ৭৯)}সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাহলো শাফা'য়াত। আর ইমাম তিরমিযী (রহ) এ হাদীসটি হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

আর ইমাম আহ্‌মদ (রহ) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সূত্রে ঐ আয়াত (১৭ : ৭৯) সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন : তাহলো ঐ স্থান যেখানে আমি শাফা'য়াত করব।"

যা হোক, সাধারণ শাফা'য়াত বলতে হাশরের দিনের ভয়াবহ ও ভীষণ কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য ও বিলম্ব না করে বিচার কার্য শুরু করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শাফা'য়াত (সুপারিশ) করাকে বুঝায় এবং (বিনা হিসাবে) ঈমানদারকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য আল্লাহর দরবারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুপারিশ করাকে বুঝায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, শাফা'য়াতে উয্‌মা তথা মহা সুপারিশ হবে হাশরের দিনের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে বাঁচানোর জন্য।

শাফায়াত ও উসিলা গ্রহণ নিয়ে আমাদের সমাজে ব্যাপক ভুল ধারণা দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থটি বিভিন্ন পাঠে বিভক্ত করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি একজন পাঠক এ মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠে শাফায়াত ও উসিলা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ পরিচয় লাভে ধন্য হবেন আশা করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাশরের কঠিন ময়দানে সংকটময় মুহুর্তে তাঁর প্রিয় হাবিবের শাফায়াত দিয়ে আমাদেরকে নাজাত দান করুক। আমিন॥

সূচিপত্র

১. শাফায়াত (شَفَاعَةٌ) এর পরিচয়

ইবনুল আছীর 'আন-নেহায়া (اَلنِّهَايَةُ) গ্রন্থে বলেন: হাদিসের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে اَلشَّفَاعَةُ (শাফায়াত) শব্দটি বারবার আলোচিত হয়েছে। আর তার অর্থ হলো তাদের মধ্যকার সংঘটিত অন্যায় ও অপরাধ থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে আবেদন-নিবেদন করা। বলা হয়

شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً فَهُوَ شَافِعٌ وَ شَفِيْعٌ.

সুপারিশকারীকে আরবিতে شَافِعٌ ও شَفِيْعٌ বলা হয়। আর যিনি শাফায়াত তথা সুপারিশ গ্রহণ করেন, তাকে আরবিতে اَلْمُشَفَّعُ বলা হয় পক্ষান্তরে যার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, তাকে আরবিতে اَلْمُشَفَّعُ বলা হয়।

'আল-কামূস' (اَلْقَامُوْسُ) ও 'তাজুল 'আরূস' (تَاجُ الْعُرُوْسِ)-এর মধ্যে আছে اَلشَّفِيْعُ মানে: শাফায়াতের অধিকারী তথা সুপারিশকারী। তার বহুবচন হলো: اَلشُّفَعَاءُ ; আর সুপারিশকারী হলো অন্যের জন্য প্রার্থনাকারী, যাকে সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করল।

উপরিউক্ত অভিধানদ্বয়ের মধ্যে আরও বলা হয়েছে

"وَشَفَّعْتُهُ فِيْهِ تَشْفِيْعًا حِيْنَ شَفَعَ".

"আর আমি তার ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করেছি, যখন সে সুপারিশ করেছে" অর্থাৎ আমি তার সুপারিশ গ্রহণ করেছি, যেমনটি 'আল-'উবাব' اَلْعُبَابُ নামক গ্রন্থের মধ্যে আছে, হাতেম (ত্বাই) নু'মানকে সম্বোধন করে বলেন-

فَكَكْتَ عَدِيًّا كُلَّهَا مِنْ إِسَارِهَا ۞ فَأَفْضِلْ وَشَفِّعْنِيْ بِقَيْسِ بْنِ جَحْدَرْ.

"তুমি 'আদী গোত্রের সকলকে তাদের বাধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছ। সুতরাং আরও একটু বাড়িয়ে দয়া কর এবং কায়েস ইবন জাহদারের ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।"

لِسَانُ الْعَرَبِ নামক বিশ্বখ্যাত অভিধানে বলা হয়েছে شَفَاعَةٌ শব্দটি شَفْعٌ ধাতু থেকে নির্গত হয়েছে।

আর 'হদ' তথা শরী'য়ত নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কিত হাদিসের মধ্যে এসেছে-

إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.

"যখন সুলতান তথা রাষ্ট্র প্রধানের নিকট 'হদ' তথা শরী'য়ত নির্ধারিত শাস্তির বিষয়টি পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহ সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকারী উভয়ের ওপর লানত করেন।"[১]

আর আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে-

اَلْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَا حِلٌّ مُصَدَّقٌ.

"আল-কুরআন হচ্ছে সুপারিশকারী, যার সুপারিশ গৃহীত হবে এবং এমন পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বনকারী, যার পক্ষ ও বিপক্ষ সাক্ষীকে সত্যায়ন করা হয়।"[২]

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে এবং তাতে যা রয়েছে তার ওপর আমল করবে, তাহলে কুরআন তার জন্য এমন সুপারিশকারী হবে, যার সুপারিশ গৃহীত হবে; তার গুনাহ ও পদস্খলন থেকে মুক্ত করার জন্য। আর যে তার ওপর আমল ছেড়ে দিবে, সে অপরাধের কারণে গুনাহগার হবে, তার বিরুদ্ধে যে গুণাহের কথা উত্থিত হবে কুরআন সেটার সত্যায়ন করবে।

সুতরাং اَلْمُشَفِّعُ শব্দের মানে হলো- যিনি শাফায়াত তথা সুপারিশ গ্রহণ করেন; আর اَلْمُشَفَّعُ মানে: যার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। «اِشْفَعْ تُشَفَّعْ» (আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে)[৩]

---

[১]. যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিসটি বিশুদ্ধ মাওকুফ। [দেখুন, তাবরানী ও মুওয়াত্তা মালেক।

[২]. হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত। আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 'মারফুফ' সনদে হাদিসটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত। দেখুন, ইবন হিব্বান, ১০/১৯৮, হাদীস নং ১০৪৫০; আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২০১৯; সহীহুল জামি'উ, ৪৪৪৩।

[৩]. বুখারী, ৩৩৪০; মুসলিম।

২. ইহকালীন শাফায়াত

দুনিয়াবী শাফায়াতসমূহ থেকে কিছু শরীয়তসম্মত এবং কিছু শরীয়তসম্মত নয়। ভাল কাজে শাফায়াত করলে এর মধ্যে সওয়াব নিহিত রয়েছে। কিন্তু অন্যায় কাজে কেউ শাফায়াত করলে সে গোনাহগার হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওরা তা'আলা বলেন-

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا.

অর্থ: "কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর নজর রাখেন।" -

(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮৫)।

হাফেয ইবনে কাছীর র. বলেন : আর আল্লাহ তা'আলার বাণী-

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا.

[কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা করে। অতঃপর তার ওপর ভালো কিছু গড়ে উঠে, তাহলে তার জন্য এর থেকে অংশ থাকবে।

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

[আর কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে।] অর্থাৎ ঐ কাজের দায়ভার তার ওপর চেপে বসবে, যা তার চেষ্টা-সাধনা ও পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত হয়েছে।

৩. শাফায়াতকারী সওয়াব পাবে

সহীহ হাদিসের মধ্যে তা সাব্যস্ত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ বলেছেন-

اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، وَيَقْضِى اللهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ

অর্থ: "তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে। আর আল্লাহ যেন তাঁর ইচ্ছা নবী ﷺ-এর মুখে চূড়ান্ত করেন।"[20]

আর শাফায়াতের মধ্য থেকে যা বৈধ এবং যা হারাম বা অবৈধ, পবিত্র সুন্নাহ তার বর্ণনা নিয়ে এসেছে।

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، وَيَقْضِى اللهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ.

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন : "তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে। আর আল্লাহ যেন তাঁর ইচ্ছা নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ-এর মুখে চূড়ান্ত করেন।"[21]

মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، فَإِنِّىْ لَأُرِيْدُ الْأَمْرَ فَأُؤَخِّرُهُ كَمَا تَشْفَعُوْا فَتُؤْجَرُوْا , فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا.

অর্থ: "তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে। সুতরাং আমি কোনো বিষয়ে (ফয়সালা দিতে) বিলম্ব করি, যাতে তোমরা সুপারিশ কর এবং তোমাদেরকে সওয়াব দেয়া হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে সাওয়াব দেয়া হবে'।"[22]

---

[20]. বুখারী (৩/৩৯৯); মুসলিম (৪/২০২৬)

[21]. বুখারী (৩/৩৯৯); মুসলিম (৪/২০২৬)

[22]. আবু দাউদ (৫/৩৪৭); নাসায়ী (৫/৫৮); তার সনদ সহীহ।

আমর ইবন শো'আইব থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর দাদা) বলেন-

شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُوْدُ هَوَازِنَ. فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيْرَةٌ، فَمَنَّ عَلَيْنَا، مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ. فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ. فَقَالَ: إِخْتَارُوْا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ ، قَالُوْا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا. نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ. فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ. فَقُوْلُوْا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا " قَالَ: فَفَعَلُوْا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمَّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَهُوَ لَكُمْ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: وَمَا كَانَ لَنَا، فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: أَمَّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ فَزَارَةَ. فَلَا. وَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُوْ تَمِيْمٍ. فَلَا. وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ. فَلَا. فَقَالَتِ الْحَيَّانِ: كَذَبْتَ. بَلْ هُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوْا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ. فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ. فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيْئُهُ اللّٰهُ عَلَيْنَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ. يَقُوْلُوْنَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا بَيْنَنَا. حَتَّى أَلْجَئُوْهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ. رُدُّوْا عَلَيَّ رِدَائِيْ. فَوَاللّٰهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ. ثُمَّ لَا تُلْفُوْنِيْ بَخِيْلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوْبًا ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيْرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ

سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ اَصَابِعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ رَفَعَهَا، فَقَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ، لَيْسَ لِيْ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ وَلَا هٰذِهِ، اِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ، فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ، فَاِنَّ الْغُلُوْلَ يَكُوْنُ عَلَى اَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: اِنِّيْ اَخَذْتُ هٰذِهِ اُصْلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيْرٍ لِيْ دَبِرَ، قَالَ: اَمَّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَمَّا اِذْ بَلَغَتْ مَا اَرٰى فَلَا اَرَبَ لِيْ بِهَا، وَنَبَذَهَا-

অর্থ: "আমি হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম; দেখলাম তাঁর নিকট হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমন করল; অতঃপর তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আমরা (তোমার) বংশের মূল ও আত্মীয়স্বজন। সুতরাং তুমি আমাদের ওপর দয়া কর, আল্লাহ তোমার উপর দয়া করবেন। কারণ, তিনি আমাদেরকে এমন এক বালা-মুসিবতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, যা তোমার কাছে অস্পষ্ট নয়। তখন তিনি বললেন : "তোমরা তোমাদের নারীগণ, ধন-সম্পদ ও সন্তানদের মাঝ থেকে বেছে নাও।" তারা বলল : আপনি আমাদেরকে আমাদের বংশ ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বেছে নিচ্ছি। অতঃপর তিনি বললেন : "তবে আমার এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের জন্য যা রয়েছে, তা তোমাদের জন্য।

সুতরাং আমি যখন যোহরের সালাত আদায় করব, তখন তোমরা বলবে: আমরা আমাদের নারী ও সন্তানগণের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে মুমিনগণের নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করব এবং মুমিনগণের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করব।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন : অতঃপর তারা তাই করল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমার এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের জন্য যা রয়েছে, তা তোমাদের জন্য।" অতঃপর মুহাজিরগণ বলল: আমাদের জন্য যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

জন্য; আর আনসারগণও অনুরূপ বলল। আর 'উয়াইনা ইবনে বদর বলেন : তবে আমার ও বনু ফাযারা'র জন্য যা রয়েছে, তা নয়। আর আকরা' ইবনে হাবেস বলেন : আর আমার ও বনু তামীমের জন্য যা রয়েছে, তা নয়। আর আব্বাস ইবন মিরদাস বলেন : আর আমার ও বনু সুলাইমের জন্য যা রয়েছে, তা নয়। অতঃপর দু'গোত্রের লোকেরা[২৩] বলল: তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "হে জনগণ! তোমরা তাদের নিকট তাদের নারী ও সন্তানদেরকে ফেরত দিয়ে দাও। সুতরাং এরপর এ 'ফায়' (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ যদি কারও কাছে থাকে তবে সে যেন তাও দিয়ে দেয়। অতঃপর প্রথম যে 'ফায়' সম্পদ আল্লাহ আমাদেরকে দান করবেন, তা থেকে আমি তাকে ছয়টি অংশ প্রদান করব।" অতঃপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহন করলেন এবং মানুষ তাঁর সাথে লেগে গেল, তারা বলল : আপনি আমাদের মধ্যে আমাদের ফায়ের সম্পদ বণ্টন করে দিন, এমনকি তারা তাঁকে 'সামুরা' নামক বৃক্ষের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। অতঃপর তারা তাঁর চাদরও ছিনতাই করে নিল। অতঃপর তিনি বলেন : "হে লোক সকল! তোমরা আমাকে আমার চাদরটি ফেরত দাও। কারণ, আল্লাহর শপথ! যদি তোমাদের জন্য মক্কা নগরীর গাছপালার সংখ্যা পরিমাণ উট অর্জিত হয়, তবে তা আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিব। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণ, কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী হিসেবে পাবে না।" অতঃপর তিনি তাঁর উটের নিকটবর্তী হলেন এবং তার কুঁজের পশম ধরলেন, তারপর তা তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের মাঝখানে রাখলেন। অতঃপর তিনি তা উঁচু করলেন এবং বললেন : "হে লোক সকল! আমার জন্য এই 'ফায়' নামক সম্পদ ও এই (পশম) থেকে এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত আর কিছুই নেই। আর এক-পঞ্চমাংশও

---

[২৩]. অনুরূপ রয়েছে 'আল-মুসনাদ'-এর মধ্যে, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২; আল বিদায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৩। সুতরাং বনু সুলাইম বলেছে: না, যা আমাদের জন্য রয়েছে, তা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। তিনি বলেন: আব্বাস বলেছেন: হে বনু সুলাইম! তোমরা আমাকে দুর্বল করে দিয়েছ।

তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তোমরা সুঁই-সুতার মতো তুচ্ছ জিনিসও ফেরত দিয়ে দাও। কারণ, আত্মসাৎকৃত সম্পদ কিয়ামতের দিনে তার পরিবার-পরিজনের জন্য অপমান অথবা আগুন অথবা কলংকজনক হবে।" অতঃপর জনৈক ব্যক্তি দাঁড়ালেন, তাঁর সাথে ছিল এক গোছা চুল। তারপর সে বলল : আমি এটা নিয়েছি এর দ্বারা আমার উটের গদি পরিষ্কার করব; তিনি (নবী ﷺ) বললেন : "আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের জন্য যা রয়েছে, তা তোমার জন্য।" অতঃপর লোকটি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যা আমি দেখছি, তখন তা আমার কোনো প্রয়োজন নেই।"[২৪]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। তাকে মুগীস বলে ডাকা হতো। আমি যেন তাকে এখনও দেখছি, সে বারীরার পেছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছে, আর তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবী ﷺ বললেন-

يَا عَبَّاسُ، اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ: اِنَّمَا اَنَا اَشْفَعُ قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ-

অর্থ: "হে 'আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চর্যান্বিত হও না? এরপর নবী (সা) বললেন : (বারীরা) তুমি যদি তার কাছে আবার ফিরে যেতে! সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন : আমি সুপারিশ করছি মাত্র।। সে বলল : আমার জন্য তার মধ্যে কোনো প্রয়োজন নেই।"[২৫]

---

[২৪] .আহমদ (২/১৮৪); ইবনে ইসহাক, যেমন সীরাতে ইবনে হিশামের মধ্যে (২/২/৪৮৯) রয়েছে; আর সনদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ।

[২৫] . বুখারী, তালাক অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী ﷺ সুপারিশ (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى زَوْجِ بَرِيْرَةَ) হাদিস নং-৪৯৭৯

৪. শাফায়াত সম্পর্কে শিরকী মতাদর্শ

কোনো নবী, ওলী, আল্লাহ ওয়ালা ও আলেম শহীদ বহু পীর-মুর্শিদের ব্যাপারে এমন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করা হয় যে, তাঁরা কিয়ামতের দিবসে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ করে যাকে ইচ্ছা তাকেই জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের সুপারিশ ফেরৎ দিবেন না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, বা না তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে, না লাভ করতে পারে এবং তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। (হে নবী) তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে ? তিনি পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (সূরা ইউনুস : আয়াত-১৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারে। অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনীরূপে ধৃত হয়ে আসবে।

(সুরা ইয়াসীন : আয়াত-৭৪-৭৫)

অপর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ.

অর্থ : যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা-যুমার : আয়াত-৩)

কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা মনে করে এমন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে যে, আল্লাহ তায়ালার স্বাধীনতা থেকে আংশিক স্বাধীনতা তিনি তাকে দান করেছেন। অতএব, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সে সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর ধর পাকড় থেকে মুক্তি দিবেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে -

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ قَالَ : فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكُمْ قَدْقَدْ فَيَقُوْلُوْنَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ.

অর্থ : ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বলত, لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ (অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি, তোমার কোনো শরীক নেই।)

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমাদের ক্ষতি হোক, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, (সামনে আর বলো না)। তারা এর সাথে আরো বলত, কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার আরোও একজন শরীক আছে তুমি যার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নয়। তারা এই কথা বলত আর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করত। (সহীহ মুসলিম-২৬৮৯)

৫. শাফায়াত সম্পর্কে শিরকী মতাদর্শের প্রতিবাদ

অনেক খোদায় বিশ্বাসীদের জন্য কিয়ামতের দিন, হাশরের ময়দানে কোনো প্রকার সুপারিশ করা হবে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَذَكِّرْ بِهِٓ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا.

অর্থ : কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা (জগতের) বিনিময়ও প্রদান করে, তবু ও তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আনআম : আয়াত-৭০)

আল্লাহ তায়ালা অপর আয়াতে বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থ : তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

(সূরা আল বাকারা : আয়াত-১২৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ.

অর্থ : অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ (কিয়ামতের দিন) তাদের কোন উপকারে আসবে না। (সূরা আল-মুদ্দাসসির : আয়াত-৪৮)

আল্লাহ তায়ালা যে সকল লোকদের শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও বড় বড় বুযুর্গও যদি সুপারিশ করে তাহলেও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ- مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ.

অর্থ : (হে মুহাম্মদ) আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।

(সূরা আল-মু'মিন : আয়াত-১৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন-

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ : আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না ? (সূরা সাজদাহ : আয়াত-৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ.

অর্থ : যেদিন কেউ কারও কোনো উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। (সূরা আল-ইনফিতার : আয়াত-১৯)

কিয়ামতের দিন, হাশরের ময়দানে মুশরিকরা নিজের জন্য সুপারিশকারী খোঁজবে। কিন্তু তারা কোনো সুপারিশকারী খোঁজে পাবে না।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَوْمَ يَأْتِيْ تَأْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْالَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-

অর্থ : যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিনের পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবেঃ বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী আছে কি যে, সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে (দুনিয়ায়) পুনঃপ্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে। (সূরা আরাফ : আয়াত-৫৩)

আল্লাহ তায়ালার সকল মাখলুক থেকে তার কোনো প্রিয় বান্দা ও বড় বুযুর্গ এমন নাই। যারা হাশরের ময়দানে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে স্বীয় সুপারিশ আদায় করবে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

অর্থ : (হে মুহাম্মদ) আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, যারা আশংকা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না। যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। (সূরা আনআম : আয়াত-৫১)

আল্লাহ তায়ালা অপর আয়াতে বলেন-

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.

অর্থ : (হে নবী) যার জন্যে শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (সূরা যুমার : আয়াত-১৯)

অন্য আয়াতে আয়াতে বলেন-

ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ.

অর্থ : আমি কি তার পরিবর্তে অন্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনোই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-২৩)

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের থেকে গ্রহণ করা সুপারিশ কোনো মানুষেরই কাজে আসবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : তারা কি আল্লাহ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে বলুন, তাদের কোনো এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?

(সূরা যুমার : আয়াত-৪৩)

মুশরিকরা হাশরের ময়দানে কিয়ামতের দিন স্বীয় ভ্রান্ত আকিদার কথা নিজেরাই স্বীকার করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ. وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহর কসম! আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। আমাদের দুষ্টকর্মীরা গোমরাহ করেছিল। অতএব আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই। হায়, যদি কোনোরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (সূরা আশ-শো'আরা : আয়াত-৯৭-১০২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ.

অর্থ : যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (সূরা আররূম : আয়াত-১২-১৩)

৬. মুশরিকদের জন্য শাফায়াত কোন কাজে আসবে না

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (يَلْقَى اِبْرَاهِيْمُ عليه السلام اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَا تَعْصِيْنِيْ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لَا اَعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَا رَبِّ! اِنَّكَ وَعَدْتَّنِيْ اَنْ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَاَيُّ خِزْيٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِي الْاَبْعَدِ؟ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّيْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْرَاهِيْمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقٰى فِي النَّارِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ:) তার পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমন্ডলে

কালিমা এবং ধূলাবালি থাকবে। তখন ইবরাহীম (আ:) তাকে বলবেন। আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না। তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। এরপর ইবরাহীম (আ:) আল্লাহর কাছে আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম! তোমার পদতলে কি ? তখন তিনি নিচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তার পিতার স্থানে সর্বশরীরে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চারপাশে বেধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

(সহীহ বুখারী)

শাফায়াতের ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে কুরআনের একটি দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ.

অর্থ : তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছে, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল যে, তা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবিও উধা হয়ে গেছে।

(সূরা আনআম : আয়াত-৯৪)

৭. শাফায়াত সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়ার কর্তৃত্ব আল্লাহ তায়ালারই সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করার কর্তৃত্বও শুধু আল্লাহ তায়ালারই

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَّالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ.

অর্থ : যেদিন কেউ কারও কোনো উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। (সূরা ইনফিতার : আয়াত-১৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

অর্থ : কে আছ এমন যে, সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?

(সূরা বাকারাহ : আয়াত-২৫৫)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন-

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ.

অর্থ : কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তাঁর অনুমতি ছাড়া (তবে তাঁর অনুমতির পরই সুপারিশ করতে পারবে।) (সূরা ইউনুস : আয়াত-৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۖ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অর্থ : বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(সূরা যুমার : আয়াত-৪৪)

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন কেবলমাত্র সেই সুপারিশ করতে পারবে এবং যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন কেবলমাত্র তাঁর জন্যই সুপারিশ করা হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا.

অর্থ : দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো উপকারে আসবে না।

(সূরা ত্বয়া-হা : আয়াত-১০৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.

অর্থ : যার জন্য অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা : আয়াত-২৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

অর্থ: যেদিন তা (কিয়ামত) আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। (সূরা হূদ : আয়াত-১০৫)

যারা আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস ও সত্য স্বীকার করত, তারাই কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সুপারিশ করতে পারবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ.

অর্থ : তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না। তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত।

(সূরা যুখরুফ : আয়াত-৮৬)

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মর্যাদার ভয়ে (সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত) সমস্ত বড় বড় নবীগণ এমনকি ইবরাহীম খলিলুল্লাহ, মূসা কালীমুল্লাহ, ঈসা, রুহুল্লাহও আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করার জন্য দাঁড়ানোর অনুমতি পাবেন না। যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কেবলমাত্র তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।

৮. জানাযায় চল্লিশজন লোক শরীক হলে সে শাফায়াত পাবে

হাদীস বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا اِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোনো মুসলমানের ইনতেকাল হয় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক অংশ নেয় যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কোনো কিছুকে শরীকে করে না, তখন তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। (মুসলিম-২০৭৩)

সাইয়্যেদুল মালাইকা জিব্রাঈল (আ:) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত কারও জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না।

ফেরেশতাগণ কেবলমাত্র তাঁর জন্যই সুপারিশ করবে আল্লাহ তায়ালা যার জন্য অনুমতি দেবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ.

অর্থ : যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (সূরা আন-নাবা : আয়াত-৩৮)

অতপর আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

অর্থ : (ফেরেশতাগণ) শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-২৮)

অন্য আয়াতে আরও বলেন-

لاَ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ : তারা (ফেরেশতাগণ) আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা তাহরীম : আয়াত-৬)

আকাশের সকল ফেরেশতা একত্রিত হয়ে সুপারিশ করে কাউকে যদি আল্লাহ তায়ালার ধর পাকড় থেকে রক্ষা করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা (ফেরেশতাগণ) তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার ধর পাকড় থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন-

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفٰعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ.

অর্থ : আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম : আয়াত-২৬)

আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), ও ঈসা (আঃ) তারা নিজেদের অনেক মর্যাদা ও ফযীলত থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে সুপারিশ করবে না।

ইবরাহীম (আঃ) কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে তার পিতার জন্য সুপারিশ করবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার সুপারিশ ফেরত দিবেন।

নূহ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট তার পুত্রের জন্য সুপারিশ করবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার সুপারিশ ফেরত দিবেন।

ঈসা (আঃ) কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে তার অনুসারীদের জন্য বড় অসহায় ও হতাশা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থঃ (হে আল্লাহ) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (সূরা আ-মায়েদা : আয়াত-১১৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর জানাযার নামায পড়ালেন, এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করতে তার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ গ্রহণ করলেন না।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنِ اُبَيٍّ جَاءَ اِبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ اَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اَتُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ اَنْ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا خَيَّرَنِيْ اللهُ فَقَالَ- اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً - وَسَاَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ قَالَ : اِنَّهُ مُنَافِقٌ, قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللهُ- وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জামাটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং এতে তার পিতার কাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়াতে রওয়ানা হলেন। তখন ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁর কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তো মুনাফিক, আপনি মুনাফিকের জানাযার নামায পড়াতে কিভাবে যাচ্ছেন? অথচ আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আপনাকে বারণ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি তাদেরকে মাগফেরাতের প্রার্থনা করেন বা না করেন, আপনি সত্তরবারও তাদের মাগফেরাতের প্রার্থনা করলেও আল্লাহ কখনোও তাদেরকে মাফ করবেন না। কিন্তু আমি সত্তরবার অপেক্ষাও অধিকবার মাগফেরাত কামনা করব। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন আমরাও তাঁর সাথে পড়লাম। তারপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন, তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনোও তার জানাযার নামায পড়াবেন না এবং তার কবরের নিকটও দাঁড়াবেন না"। (সহীহ বুখারী হাদীস-৪৩১৪)

৯. শাফায়াত কবুল হওয়ার শর্তসমূহ

শাফায়াত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত তিনটি।

ক. শাফায়াতকারী আল্লাহ তায়ালার অনুমতি পেতে হবে।

খ শাফায়াত যার জন্য করা হবে সেও আল্লাহর অনুমতি পেতে হবে।

গ. শাফায়াত যার জন্য করা হবে সে এক আল্লাহ তায়ালায় বিশ্বাসী হতে হবে।

এক

শাফায়াতকারী আল্লাহর অনুমতি পেতে হবে।

নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও মু'মিনরা আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমেই সুপারিশ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থ : কে আছে এমন যে, সুপারিশ করবে তার কাছে তার অনুমতি ছাড়া

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৫)

অন্য আয়াতে বলেন--مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ,

অর্থ : কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তাঁর অনুমতি ছাড়া।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-৩)

অপর আয়াতে বলেন- قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا

অর্থ : (হে মুহাম্মদ) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন।

(সূরা যুমার : আয়াত-৪৪)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সমস্ত নবীগণের সর্দার তিনিও সুপারিশ করার পূর্বে আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَ كَانَتْ تُعْجِبُهٗ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ

وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغَ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ اَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ اَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِاٰدَمَ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ اَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلٰئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُوْلُ اٰدَمُ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَاِنَّهٗ قَدْ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهٗ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اِنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ الرَّسُوْلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَاِنَّهٗ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلٰى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اِبْرَاهِيْمَ اَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهٗ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَاِنِّيْ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ يَامُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ عَلَى النَّاسِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟

فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَاِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ اُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا عِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَكَلِمْتُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهٗ مِثْلَهٗ قَطُّ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ ﷺ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَاَنْطَلِقُ فَاٰتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهٖ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ-

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সামনে গোশত আনা হলো। তাঁকে সম্মুখের দিকের একটি পা দেয়া হলো। কেননা, তিনি সামনের পায়ের গোশত পছন্দ করতেন। তিনি তা খেলেন, তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমিই হব মানবজাতির নেতা। তোমরা কি জান, কিয়ামতের দিন পূর্ব-পরবর্তী সমগ্র মানব একই ময়দানে সমবেত হয়ে যাবে? সেখানে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সকলেই শুনতে পাবে এবং একজন সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য অনেক নিকটে এসে যাবে। লোকেরা এমন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে যা সহ্য করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, দেখ, সকলের কি ভীষণ কষ্ট

হচ্ছে.। এমন কোনো ব্যক্তি তালাশ কর যে প্রভুর নিকট সুপারিশ করতে পারে। অনেকেই বলাবলি করবে, চল, আদমের নিকট যাই। কাজেই তারা আদমের নিকট আসবে, তাঁকে বলবে, আপনি মানবজাতির পিতা। আল্লাহ স্বহস্তে আপনাকে বানিয়েছেন এবং ফুঁক দিয়ে তার রূহ আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সাজদা করেছিল। কাজেই আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, আপনি দেখছেন আমরা কি কষ্টের মধ্যে আছি। আপনি দেখছেন, আমরা কি যন্ত্রণা পোহাচ্ছি। আদম বলবেন, আমার প্রভু আজ ভীষণ ক্রুদ্ধবস্থায় আছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনো দিন হননি এবং পরেও কোনো দিন হবেন না।। ব্যাপার হলো, তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর নিষেধ অমান্য করেছিলাম। হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা নূহের নিকট গিয়ে দেখ।

তখন তারা নূহ (আ:)-এর নিকট আসবে। তারা বলবে, হে নূহ! আপনি দুনিয়াবাসীর প্রতি আল্লাহর প্রেরিত প্রথম রাসূল। আর আল্লাহ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অবহিত করেছেন। কাজেই আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন আমরা কি সংকট ও দুর্দশার মধ্যে আছি। তিনি বলবেন, আমার প্রভু আজ ভীষণ রাগান্বিত আছেন। এমন রাগ তিনি পূর্বে কোনোদিন হননি। এমনকি পরেও কোনোদিন হবেন না। আর অবশ্য তিনি আমাকে একটি দোয়া করার অধিকার দিয়েছিলেন। আমার কওমের জন্য সেই দোয়াটি আমি পূর্বেই চেয়ে নিয়েছি। হায় আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? তোমরা বরং আমার বদলে অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা ইবরাহীমের নিকট গিয়ে দেখ।

তখন তারা সকলে ইবরাহীম (আ:)-এরই নিকট আসবে। (এসে) বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহর নবী এবং জগতবাসীদের মধ্যে আপনিই তাঁর খলিল (বিশেষ বন্ধু)। কাজেই আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের

জন্য দোয়া করুন। আপনি দেখছেন, আমরা কি ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি। তিনি তাদেরকে বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ য়াগাম্বিত আছেন। তিনি ইতোপূর্বে আর কখনোও এরূপ রাগ হয়নি, পরেও কখনো হবেন না। আর ব্যাপার হলো, পূর্বে আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম। (রাবী) আবু হাইয়ান ঐ তিনটি মিথ্যা কথা উল্লেখও করেছেন। (তারপর ইবরাহীম বলবেন) হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? তোমরা বরং আমার বদলে অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা মূসা (আ:)-এর নিকট গিয়ে দেখ।

তখন তারা মূসা (আ:)-এর নিকট আসবে। (এসে) বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে রেসালাত দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে মানবকুলের মধ্যে আপনাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। কাজেই আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য আপনি সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন আমরা কি ভীষণ সংকটাপন্ন অবস্থায় আছি। তিনি বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ রাগাম্বিত আছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতোপূর্বে আর কখনও হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনও হবেন না। আর ব্যাপার হলো, (দুনিয়ায়) আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম, অথচ তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমার প্রতি ছিল না। হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? তোমরা বরং আমার বদলে অন্য কারও নিকট যাও; তোমরা ঈসার নিকট গিয়ে দেখ।

তখন তারা সকলে ঈসা (আ:)-এর নিকট আসবে। (এসে বলবে, হে ঈসা!) আপনি আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর সেই বাণী, যা মরিয়মের প্রতি তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন। আপনি তাঁর রূহ। আপনি শৈশবে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করেই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। কাজেই আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন, আমরা কি দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। ঈসা (আ:) বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ রাগাম্বিত আছেন। এমন রাগ তিনি ইতোপূর্বে কখনও হননি এবং পরেও কখনও হবেন না। ঈসা (আ:) তিনি দুনিয়ায় নিজের কোনো

গুনাহের কথা বলবেন না। (তিনি বলতে থাকবেন) হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? হায়! আমার কি অবস্থা হবে? তোমরা বরং আমার বদলে অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট গিয়ে দেখ।

তখন তারা সকলে মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট আগমন করবে এবং বলবে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি দেখুন, আমরা কি ভয়াবহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি। তখন আমি চলে যাব এবং আমার প্রভুর আরশের নিচে সাজদায় পতিত হয। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের এমন উত্তম ও সুন্দর রীতি আমার সামনে উম্মুক্ত করে দিবেন, যা ইতোপূর্বে আর কারও সামনে খুলে দেননি। তারপর তিনি (আল্লাহ) বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও, কি চাইবে? যা চাইবে (চাও) তাই দিব। সুপারিশ কর, যার জন্য সুপারিশ করবে কবুল করা হবে।

দুই

শাফায়াত যার জন্য করা হবে সে আল্লাহর অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুপারিশের অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়ার পর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনের সুপারিশ কেবলমাত্র তাদের জন্যই করবে যাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা সুপারিশ পছন্দ করবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.

অর্থ : যার জন্য অনুমতি দেয়া হয় তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সূরা সাবা : আয়াত-২৩)

অন্য আয়াতে আয়াতে বলেন-

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

অর্থ : দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমদিত দিবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো উপকারে আসবে না।

(সূরা ত্বহা : আয়াত-১০৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

অর্থ : (ফেরেশতাগণ) শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করে যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-২৮)

রাসূল ﷺ কে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিবেন তাদেরকে যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে। ফলে রাসূল ﷺ শুধু তাদেরকেই দোযখ হতে বের করে আনবেন।

তিন

শাফায়াত যার জন্য করা হবে সেও এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা নবী ও মু'মিনদেরকে মুশরিকদের ব্যাপারে সুপারিশ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ.

অর্থ : নবী ও মু'মিনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক-একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা দোযখী।

(সূরা তাওবা : আয়াত-১১৩)

১০. শাফাআতের মাধ্যমে সবচেয়ে উপকৃত ব্যক্তি

সুপারিশ লাভের দিক দিয়ে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান যে মৃত্যু পর্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِهٖ اَوْنَفْسِهٖ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (কিয়ামতের দিন) আমার সুপারিশ লাভের দিক দিয়ে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি সৌভাগ্যবান যে তার মন থেকে একান্ত নিষ্ঠার সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে। (সহীহ বুখারী হাদীস-৯৮)

১১. নবী ﷺ-এর পরকালীন দোয়া হবে শাফায়াত সম্পর্কে

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَاِنِّيْ اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নবীর বিশেষ একটি দোয়ার অধিকার আছে যা কবুল করা হবে। প্রত্যেক নবীই তাঁর সে দোয়া পূর্বেই দুনিয়াতে করে ফেলেছেন। আর আমি আমার সে দোয়া কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্যে মুলতবি রেখেছি। আমার উম্মতের যে কেউ শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে, ইনশাআল্লাহ যে তা প্রাপ্ত হবে। (সহীহ মুসলিম হাদীস : ৩৮৭)

নূহ (আ:) তার কাফের ছেলের জন্যে সুপারিশ করলে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করে দেবেন।

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন-

وَ نَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ. قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ : নূহ (আ:) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন- হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালকারী। আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবাভুক্ত নয়। নিশ্চয় সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর আপনি জানেন

না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। নূহ (আ:) বলেন- হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (সূরা হুদ : আয়াত-৪৫-৪৭)

১২. কারা শাফায়াত করতে পারবে

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে শাফায়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামতের দিবসে হাশরের ময়দানে ফেরেশতারা, নবীরা এবং মু'মিনরা সবাই আল্লাহর কাছে গোনাহগার বান্দাদের জন্য ক্ষমার সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ ﷺ مَرْفُوْعًا قَالَ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلٰئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْلَمُوْا خَيْرًا قَطُّ.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : (কিয়ামতের দিবসে) আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ফেরেশতারা নবীরা এবং মু'মিনরা সবাই শাফায়াত করে অবসর হয়েছেন। এখন (আমি) 'আরহামুর রাহিমিন' পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আমার সুপারিশই শুধুমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি এক মুষ্টি ভর্তি একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তিনি এমন সব লোককে বের করে আনবেন, যারা কখনো কোনো নেক আমল করেনি। (মুসলিম-৩৫১)

১৩. প্রথম শাফায়াতকারী হবেন মুহাম্মাদ ﷺ

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ সুপারিশ করবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَیِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلاَ فَخْرَ وَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلاَ فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِیَدِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ فَخْرَ.

অর্থ : আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের নেতা এতে কোনো গর্ব নেই। (বরং আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া) আর আমি হব প্রথম ব্যক্তি, কিয়ামতের দিন যার ব্যাপারে যমীন বিদীর্ণ হবে, (অর্থাৎ কবরগাহ থেকে সর্বপ্রথম আমিই উঠবো), এটা কোনো গর্বের বিষয় নয়। আমি হবো প্রথম শাফায়াতকারী এবং সর্বাগ্রে আমার শাফায়াতই কবুল করা হবে, এতে কোনো গর্বের কিছু নেই। আল্লাহর প্রশংসার পতাকা কিয়ামতের দিন আমার হাতে থাকবে, এতে কোনো গর্ব নেই। (ইবনে মাজাহ-৪৩০৮)

রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ করার পর ফেরেশতারা, নবী এবং মু'মিনরা সবাই সুপারিশ করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَیَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلٰئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِیُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ یَبْقَ اِلاَّ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ فَیَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَیُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمٌ لَمْ یَعْمَلُوْا خَیْرًا قَطُّ.

অর্থ : আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ফেরেশতারা, নবী এবং মুমিনরা সবাই শাফায়াত করে অবসর হয়েছে। এখন (আমি) আরহামুর রাহিমিন' পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট নেই। (আমার সুপারিশই শুধুমাত্র বাকি রয়েছে) তিনি এক মুষ্টি তর্তি একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। তিনি এমন সব লোককে বের করে আনবেন, যারা কখনো কোনো নেক আমল করেনি।

(সহীহ মুসলিম হাদীস-৩৫১)

১৪. পবিত্র কুরআন শাফায়াত করবে

আসেম ইবনে আবু নাজুদ থেকে বর্ণিত। তিনি শা'বী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ، فَيَكُوْنُ لَهُ قَائِدًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ وَيَكُوْنُ لَهُ سَائِقًا إِلَى النَّارِ.

অর্থ: "কিয়ামতের দিন আল-কুরআন আগমন করবে, এবং সে তার সাথির জন্য সুপারিশ করবে। অতঃপর সে তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে; আর সে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং তাকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।"[৫]

জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اَلْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.

অর্থ: "আল-কুরআন হচ্ছে সুপারিশকারী, যার সুপারিশ গৃহীত হবে এবং এমন পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বনকারী, যার পক্ষ ও বিপক্ষ সাক্ষীকে সত্যায়ন করা হয়।"[৬]

মু'য়াবিয়া ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু সালাম (রা) বলেন : আমাকে আবূ উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদিস বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا

---

[৫] . দারেমী (২/৪৩৩); আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ (৩/৩৭৩); তাবারানী, আস-কাবীর (৯/১৪১); সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 'মাওকুফ' হাদিস হিসেবে বর্ণিত।

[৬] . হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত, আর জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 'মারফু' সনদে হাদিসটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত। দেখুন, ইবনে হিব্বান, ১০/১৯৮, হাদীস নং ১০৪৫০; আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২০১৯; সহীহুল জামি'উ, ৪৪৪৩।

غَمَامَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ.

অর্থ: "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা, কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা সুপারিশকারী দুই সমুজ্জ্বল সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করবে। কারণ, এ দু'টি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, মনে হবে যেন দু'টি মেঘখণ্ড বা বাদল, কিংবা দু'টি ডানা বিস্তারকারী পাখির ঝাঁক, যারা তাদের তিলাওয়াতকারীদের পক্ষে প্রতিরোধকারী-সাহায্যকারী হবে। তোমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবে। কারণ, তা তিলাওয়াত করাতে বরকত রয়েছে; আর তা বর্জন করা আফসোসের এবং বাতিলপন্থিরা[৭] তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।"[৮]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

يَجِئُ الْقُرْاٰنُ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ لِكُلِّ عَامِلٍ عُمَالَةٌ مِنْ عَمَلِهِ, وَاِنِّيْ كُنْتُ اَمْنَعُهُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ فَاَكْرِمْهُ, فَيُقَالُ: اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ, فَتُمْلَأُ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ, ثُمَّ يُقَالُ: اُبْسُطْ شِمَالَكَ, فَتُمْلَأُ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ, وَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ, وَيُحَلَّى بِحِلْيَةِ الْكَرَامَةِ, وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ.

অর্থ: "আল-কুরআন আগমন করবে, সে তার সাথির জন্য সুপারিশ করবে, সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! প্রত্যেক আমলকারীর জন্য তার আমলের মজুরীর ব্যবস্থা রয়েছে; আর আমি তাকে আমোদ-প্রমোদ ও নিদ্রা থেকে বাধা প্রদান করতাম। সুতরাং আপনি তাকে সম্মানিত করুন। অতঃপর তাকে বলা হবে: তুমি তোমার ডান হাত প্রসারিত কর। অতঃপর তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে। অতঃপর বলা হবে :

---

৭. অথবা জাদুকরের জাদু এর পাঠকারীর ওপর ক্রিয়া করে না।

৮. মুসলিম (১/৫৫৩); আহমদ (৫/২৪৯)

তুমি তোমার বাম হাত প্রসারিত কর। অতঃপর তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে; আর তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করানো হবে এবং তাকে সম্মানের অলঙ্কার পরিধান করানো হবে; আর তাকে পরিধান করানো হবে সম্মানের মুকুট।"[৯] আবদুল্লাহ ইবন 'আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَقُوْلُ الصِّيَامُ: اَىْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ". قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ.

অর্থ: "কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সাওম (রোযা) ও আল-কুরআন সুপারিশ করবে; সাওম বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি দিনের বেলায় তাকে খাবার গ্রহণ ও যৌন ক্ষুধা পূরণ থেকে বিরত রেখেছি; সুতরাং আপনি আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার সুযোগ দিন। আর আল-কুরআন বলবে : আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুমাতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং আপনি আমাকে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার সুযোগ দিন। তিনি বলেন : অতঃপর তারা উভয়ে সুপারিশ করবে।"[১০]

আবূ সালেহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বলতে শুনেছি-

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ، فَاِنَّهُ نِعْمَ الشَّفِيْعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اِنَّهُ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا رَبِّ، حَلِّهِ حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ، فَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْكَرَامَةِ، يَا رَبِّ، اُكْسُهُ كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ فَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، يَا رَبِّ، اَلْبِسْهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، يَا رَبِّ اِرْضَ عَنْهُ، فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَاكَ شَيْءٌ.

---

[৯]. দারেমী (২/৪৩০); তার সনদ হাসান পর্যায়ের।

[১০]. আহমদ (২/১৭৪); ইবনু নসর, 'কিয়ামুল লাইল' (قِيَامُ اللَّيْلِ), পৃ. ২৫; হাকেম (১/৫৫৪) এবং তিনি বলেন: হাদিসটি ইমাম মুসলিম র.-এর শর্তের ভিত্তিতে বর্ণিত। আলবানী তার সহীহ আল-জামে (صَحِيْحُ الْجَامِعِ) -এর মধ্যে হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং-৩৭৭৬)

অর্থঃ "তোমরা আল-কুরআন পাঠ কর। কারণ, কিয়ামতের দিনে তা উত্তম সুপারিশকারী; কিয়ামতের দিনে সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে সম্মানের অলঙ্কার পরিয়ে দিন। অতঃপর তিনি তাকে সম্মানের অলঙ্কার পরিয়ে দিবেন। হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে সম্মানের পোশাক পরিয়ে দিন, অতঃপর তিনি তাকে সম্মানের পোশাক পরিয়ে দিবেন; হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, কেননা, আপনার সন্তুষ্টির পরে আর কিছুই নেই।"[১১]

১৫. আল কুরআনের সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের শাফায়াত

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান তিলাওয়াকারীর জন্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلَهُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

অর্থ : নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা আমল করত তাদেরকে আনা হবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান অগ্রভাগে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা দুটি সম্পর্কে তিনটি উপমা দিয়েছিলেন, যা আমি কখনো ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন : এ সূরা দু'টি- ছায়া দানকারী মেঘের আকারে অথবা দুটি কাল চাদরের মত ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে, যার মাঝখান থেকে আলোর ঝলকানি দিবে অথবা সারিবদ্ধ দু'ঝাঁক পাখির আকারে আসবে এবং তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি প্রদান করতে থাকবে। (সহীহ মুসলিম হাদীস-১৭৪৮)

---

[১১] . দারেমী (২/৪৩০); তিরমিযী (২/২৪৯) এবং তিনি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন; হাকেমের নিকট হাদিসটির অপর আরেকটি সনদ রয়েছে (১/৫৫২); আবু নাঈম (৭/২০৬) এবং হাদিসটি হাসান।

১৬. আল কুরআনের সূরা মূলকের শাফায়াত

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সূরা মূলকও আল্লাহ তায়ালার নিকট তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে থাকবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَلَهٗ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা ﵁ সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফায়াত করবে। এমনকি তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সূরাটি হলো, تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ (সূরা মূলক) (ইবনে মাজাহ-৩৭৮৬)

১৭. রোযার শাফায়াত

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে রোযা এবং কুরআন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵁ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ, قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﵁ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রোজা এবং কুরআন কিয়ামতের দিন (আল্লাহর নিকট) বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহর নিকট রোজা বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার এই বান্দাকে (দিনে) খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করেন। কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমি আপনার এই বান্দাকে রাতে নিদ্রা যাওয়া থেকে বিরত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে সুপারিশ কবুল করেন। ফলে উভয়ের সুপারিশ আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

১৮. মুমিন ব্যক্তির শাফায়াত

আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ.

অর্থ: "আমার উম্মতের মধ্য থেকে কতিপয় একদল লোকের জন্য সুপারিশ করবে; আবার তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এক গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে; আর তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ স্বগোত্রীয় লোকদের জন্য সুপারিশ করবে; আবার তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, শেষ পর্যন্ত তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩১]

আবদুল্লাহ ইবন কায়েস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হারেস ইবন আকইয়াশ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আবূ বারযা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি-

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ لَمَنْ يَشْفَعُ لِأَكْثَرَ مِنْ رَبِيْعَةَ، وَمُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُوْنَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهَا.

অর্থঃ "নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে, যে ব্যক্তি 'রবী'য়া' ও 'মুদার' গোত্রের চেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের জন্য সুপারিশ করবে। আর আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে, যে জাহান্নামে এত বড় হবে যে, শেষ পর্যন্ত সে তার একটি বিশাল অংশ দখল করে থাকবে।"[৩২]

---

৩১. তিরমিযী (৪/৪৬); আহমদ (৩/২০ এবং ৬৩); আর হাদিসটি অন্য হাদিসের সমর্থনের কারণে হাসান।

৩২. আহমদ (৪/২১২) (তবে হাদীসের সনদ দুর্বল, যদিও এর প্রথম অংশের জন্য আরও শাহেদ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ দুর্বল।

আবদুল্লাহ ইবন কায়েস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হারেস ইবন আকইয়াশ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ বারযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট কোনো এক রাতে উপস্থিত ছিলাম, সেই রাতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি-

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: " وَثَلَاثَةٌ " قَالُوا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: " وَاثْنَانِ "قَالَ: " وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا.

অর্থ: "যে দুই মুসলিমেরই[৩৩] চারটি সন্তান মারা যাবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ার বরকতে তাদের উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহ রাসূল! তিনজন মারা গেলে? তিনি বললেন : "তিনজন মারা গেলেও (তিনি তাদের উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহ রাসূল! দুজন মারা গেলে? "আর আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যার সুপারিশের দ্বারা 'মুদার' গোত্রের সমপরিমাণ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তিনি বললেন : "দুজন মারা গেলেও (তিনি তাদের উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)"; তিনি বলেন : "আর আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে, যে জাহান্নামের এত বড় ও প্রকাণ্ড হবে, শেষ পর্যন্ত সে সেটার একটি কোণ পূর্ণ করে রাখবে।"[৩৪]

আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন-

لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ، أَوْ مِثْلُ أَحَدِ

---

৩৩. উদ্দেশ্য, মুসলিম স্বামী-স্ত্রী।

৩৪. আহমদ (৫/৩১২); ইবনু খুযাইমা, পৃ. ৩১৩; ইবনু মাজাহ (২/১৪৪৬); তাবরানী, আল-কাবীর (৩/৩০১); হাকেম (১/৭১); তিনি (হাকেম) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবীও একই কথা বলেছেন : আর হাফেজ ইবনে হাজার 'আল-ইসাবা' গ্রন্থের মধ্যে হারেস ইবন আকইয়াশের জীবনীর মধ্যে বলেছেন: তার সনদ বিশুদ্ধ।

الْحَيَّيْنِ،: رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَمَا رَبِيعَةُ مِنْ مُضَرَ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَقُولُ مَا أَقُولُ

অর্থ: "নবী নয় এমন এক ব্যক্তির সুপারিশে 'রবী'য়া' ও 'মুদার' গোত্রের সমপরিমাণ অথবা কোনো এক গোত্রের সমান সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : হে আল্লাহর রাসূল! 'রবী'য়া' গোত্র কি 'মুদার' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়?[৩৫] জবাবে তিনি বললেন : "আমি যা বলার তা বলেছি।"[৩৬]

আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'ইলিয়া' নামক স্থানে একদল লোকের নিকট বসলাম, আর আমি হলাম তাদের চতুর্থ ব্যক্তি সুতরাং তাদের মধ্যকার একজন বলল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি-

لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ " قُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "سِوَايَ.

অর্থ: "আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে; আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ছাড়াই? তিনি বললেন : আমি ছাড়াই।"[৩৭]

যিয়াদ ইবনে 'আলাকা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মুগীরা ইবন শো'বা'র মৃত্যুর দিন (মিম্বরে) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনেছি, ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন-

---

[৩৫]. আসলে রবীআ কখনও মুদার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, তারা দুজন নাযার ইবন আ'আদ ইবন আদনান এর ছেলে। দু' ছেলে থেকে দু'টি গোত্রের উৎপত্তি হয়েছে। তাই এ প্রশ্ন বাহুল্য। এ জন্যই কোনো কোনো বর্ণনাকারী এ শেষাংটুকু বর্ণনা করেন নি।

[৩৬]. আহমদ (৫/২৫৬); ইবনে খুযাইমা, পৃ. ৩১৩; তাবরানী (৮/১৬৯); আর হাদিসটি হাসান পর্যায়ের, যেমনটি হাফেয ইরাকী বলেছেন, ফয়যুল কাদির (৪/১৩০) (তবে হাদীসের শেষাংশ দুর্বল।)

[৩৭]. আহমদ (৩/৪৬৯); তিরমিযী; ইবনে মাজাহ (২/১৪৪৪); দারেমী (২/৩২৮); হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন (১/৭০); হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্তের আলোকে গ্রহণযোগ্য। (হাদীসে বর্ণিত, আমি ছাড়াই এর অর্থ হচ্ছে, সে ব্যক্তিটি আমি নই, আমার উম্মতের একজন লোক।

عَلَيْكُمْ بِإِتْقَاءِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتّٰى يَأْتِيَكُمْ اَمِيْرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيْكُمُ الْاٰنَ، ثُمَّ قَالَ: اِشْفَعُوْا لِاَمِيْرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَقَالَ: اَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ: اُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاشْتَرَطَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، فَبَايَعْتُهُ عَلَى هٰذَا، وَرَبُّ هٰذَا الْمَسْجِدِ اِنِّيْ لَكُمْ لَنَاصِحٌ جَمِيْعًا، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.

অর্থ: "তোমরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সদা সচেতন থাক এবং নতুন কোনো আমীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ। এখনই তোমাদের আমীর আসবেন। এরপর তিনি (জারীর রা.) বললেন : তোমাদের আমীরের জন্য সুপারিশ কর (ক্ষমা প্রার্থনা কর) কারণ, তিনি ক্ষমা করাকে ভালোবাসতেন। তারপর বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম : আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করতে চাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন এবং তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার ওপর শর্ত আরোপ করলেন আর সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করবে। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এই শর্তের উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম। এই মসজিদের রবের কসম! আমি তোমাদের সকলের কল্যাণকামী। অতঃপর তিনি (আল্লাহর কাছে) মাগফিরাত কামনা করলেন এবং (মিম্বর থেকে) নেমে গেলেন।"[৩৮]

হাদিসের বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনাকারী; তার মূল বিষয়টি সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তবে বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে তিনি বলেন : اِسْتَغْفِرُوْا لِاَمِيْرِكُمْ অর্থাৎ- " তোমরা আমীরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর" আর এটা তাঁর কথা : (فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ) [কারণ, তিনি ক্ষমা করাকে ভালোবাসতেন]-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, জাযা বা জওয়াবটি আমলের শ্রেণিভুক্ত। হাফেয ইবনে হাজার (আল-ফাতহ, ১ম খ-, পৃ. ১২৯) বলেন : তাঁর কথা : [اِسْتَغْفِرُوْا لِاَمِيْرِكُمْ

---

[৩৮]. আহমদ (৪/৩৫৭); হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

তোমরা আমীরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর]; আর অধিকাংশ বর্ণনার মধ্যে অনুরূপ রয়েছে। আর ইবনু আসাকীরের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে : اِسْتَغْفِرُوْا [তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর]; আর এটাই 'আল-মুসতাখরাজ' এর মধ্যে ইসমা'ঈলীর বর্ণনা।

রাসূল ﷺ এর উম্মতের কতিপয় আল্লাহর ওলী ও নেককার লোকদেরকেও সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِيْ اَكْثَرُ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سِوَاكَ ؟ قَالَ سِوَايَ

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একজন লোকের সুপারিশে তামীম গোত্রের সকল লোকের চাইতে অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশে! রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ আমি ছাড়াই। (তিরমিযী-২৩৮০)

মু'মিনগণ জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার পর তাঁরা নিজেদের সম্মানিত ও নিকটাত্মীয় এবং পরিচিত লোকদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে আসবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه فِيْ حَدِيْثِ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالٰى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَا اَنْتُمْ بِاَشَدَّ لِيْ مَنَا شَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ فَاِذَا رَاَوْ اَنَّهُمْ قَدْ نَجُوْا فِيْ اِخْوَانِهِمْ, يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانِنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَعْمَلُوْنَ مَعَنَا, فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اِذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ, وَيُحَرِّمُ اللهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَاْتُوْنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ اِلٰى قَدَمِهٖ وَاِلٰى

أَنْصَافِ سَاقَيْهِ, فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ, فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَأَخْرِجُوْهُ, فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ , فَيَقُوْلُ اِذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (রবের দর্শনের হাদীস) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নিজের অধিকার আদায়ের দাবিতে, ততখানি অনমনীয় হও যতখানি কঠোর হবে কিয়ামতের দিন মু'মিনরা আল্লাহর নিকট তাদের সে সব ভাইদের মুক্তির জন্যে যারা জাহান্নাম চেলে গেছে।

মু'মিনরা বলবে, হে আমাদের রব! তারা আমাদের সাথে রোযা রাখত, নামায পড়ত এবং হজ্জ করত। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বলবেন, যাও যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে, তাদেরকে বের করে নাও। আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন তাদের চেহারার জন্য হারাম করে দিবেন। এরপর যখন মু'মিনরা সেখানে আসবে তখন দেখবে, আগুন এদের কারো পায়ের নলা পর্যন্ত এবং কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছ। অতঃপর মু'মিনরা যে যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। এরপর তারা পুনরায় বলবে, হে আমাদের রব! এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা বাদ দেইনি, যাদেরকে বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ করেছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন : পুনরায় গমন কর! যাদের হৃদয়ে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আস। সুতরাং এরা সেখানে যাবে এবং পরিচিত বহু লোককে বের করে আনবে, তারা ফিরে এসে আল্লাহর কাছে বলবে, হে আমাদের রব! আপনি যাদেরকে আনার নির্দেশ করছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা রেখে আসিনি। আল্লাহ্ বলবেন: পুনরায় গমন কর, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আস। এবারও তারা পরিচিত বহু লোককে বের করে নিয়ে আসবে। (সহীহ বুখারী)

১৯. জান্নাত ও জাহান্নামের শাফায়াত

যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়, জাহান্নাম আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ একে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দাও।

যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত চায়, জান্নাত তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি একে জান্নাতে প্রবেশ করান। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ سَئَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ ادْخِلْهُ الْجَنَّةَ, وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি তিনবার জান্নাত চায়, জান্নাত তার জন্য বলে, হে আল্লাহ! আপনি একে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়, জাহান্নাম বলে

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ : "হে আল্লাহ! একে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দাও।" (ইবনে মাজাহ-৪৩৪০)

২০. শহীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য

শহীদ ব্যক্তিকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তরজনের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرْبِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يَغْفِرْلَهُ فِيْ اَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهٖ وَيَرٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ يَاْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُحَلّٰى حُلَّةُ الْاِيْمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ اِنْسَانًا مِنْ اَقَارِبِهٖ.

অর্থ : মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে

১. তার দেহের রক্ত বের হলেই তিনি তাকে মাগফিরাত (গুনাহ ক্ষমা) করেন এবং জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়।
২. কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।
৩. (কিয়ামতের দিন) ভয়ানক পেরেশানী থেকে সে নিরাপদে থাকবে।
৪. তাকে ঈমানের চাদর পরানো হবে।
৫. আয়নায় হুরের সাথে তাঁর বিবাহ দেয়া হবে।
৬. এবং তাকে তার নিকটত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তরজনের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ-২৮০০)

২১. আযানের দোয়া পাঠকারী শাফায়াত লাভ করবে

আযান শুনার পর আল্লাহ তায়ালার নিকট রাসূল ﷺ কে উসিলা দান ও তাকে মাকামে মাহমুদ তথা প্রশংসিত স্থানে পৌছে দেয়ার দোয়া করা। সুতরাং এই দোয়া করলে রাসূল ﷺ-এর শাফায়াতের দাবীদার হওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

অর্থ : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ.

অর্থ : "হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত এবং আগত নামাযের আপনিই প্রভু! মুহাম্মদ ﷺ কে উসিলা দান করুন, এবং তাঁকে ফযীলতপূর্ণসহ দান করুন এবং তাকে মাকামে মাহমুদ (প্রশংসিত স্থানে) পৌছে দিন, যার ওয়াদা আপনি তাঁর সাথে করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।" পড়বে রোজ কিয়ামতে সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

(সহীহ বুখারী হাদীস-৫৭৯)

২২. অধিক নফল নামায আদায়কারী শাফায়াত লাভ করবে

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ নফল নামায আদায় করবে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে রাসূল ﷺ -এর শাফায়াত লাভ করবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ رَبِيْعَةِ بْنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْئِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ : اَسْاَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ, قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ, قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

অর্থ : রবী'আ ইবনে কা'ব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর সাথে রাত অতিবাহিত করেছিলাম। আমি তাঁর ওযূর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতাম। তিনি আমাকে বলেন- কিছু চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন, এ ছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বলেন : তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সাজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য কর। (মুসলিম-৯৭৮)

২৩. মদিনায় মৃত্যুবরণকারী শাফায়াত লাভ করবে

মাহরীর আযাদকৃত গোলাম আবূ সা'ঈদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

اَنَّهُ جَاءَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَشَكَا اِلَيْهِ اَسْعَارَهَا , وَكَثْرَةَ عِيَالِهٖ , وَاَخْبَرَهُ اَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلٰى جَهْدِ الْمَدِيْنَةِ وَلَاْوَائِهَا . فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ لَا اٰمُرُكَ بِذٰلِكَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَا يَصْبِرُ اَحَدٌ عَلٰى لَاْوَائِهَا فَيَمُوْتَ اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا كَانَ مُسْلِمًا.

অর্থ: "তিনি হাররা[১২] ঘটনার সময় কোনো এক রাত্রে আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট আগমন করেন; তারপর তিনি মদিনা ত্যাগের ব্যাপারে তাঁর নিকট পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁর নিকট মদীনার দ্রব্যমূল্য ও তার পরিবারের লোকসংখ্যার আধিক্যের ব্যাপারে অনুযোগ করলেন। আর তাকে জানিয়ে দিলেন যে, মদিনার কষ্ট ও তার দুর্বিষহ জীবনযাপনে তার কোনো প্রকার ধৈর্য নেই। তখন সাহাবী তাকে বললেন: তোমার জন্য আফসোস! আমি তোমাকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত দিই না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: "যে কোনো ব্যক্তি মদিনার দুর্বিষহ জীবনযাপনে ধৈর্য ধারণ করবে, তারপর মারা যাবে, আমি কিয়ামতের দিনে তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব, যখন সে মুসলিম হবে।"[১৩]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-

مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ: "যে ব্যক্তি মদিনার দুর্বিষহ জীবনযাপনে ধৈর্যধারণ করবে, আমি কিয়ামতের দিনে তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব।"[১৪]

যোবায়েরের আযাদকৃত গোলাম ইউহান্নেস থেকে বর্ণিত। তার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকটে বিপর্যস্ত[১৫] পরিস্থিতিতে বসা ছিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট তাঁর আযাদ করা এক দাসী এসে তাঁকে সালাম পেশ করল, তারপর বলল-

إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ: اُقْعُدِي لَكَاعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[১২]. ইয়াযিদের সেনাপতি কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হয়ে সেখানকার মানুষ অমানষিক কষ্টের মধ্যে পড়েন। সে ঘটনায় মদিনার হাররায় বহু লোক মারা যায়। ইতিহাসে সেটা 'হাররা'র ঘটনা নামে খ্যাত।

[১৩]. মুসলিম (২/১০০২);আহমদ (৩/২৯)।

[১৪]. মুসলিম (২/১০০৪)

[১৫]. আর তা হলো ইয়াযিদের যামানায় সংঘটিত উত্তপ্ত পরিস্থিতি।

অর্থ: হে আবু আব্দুর রহমান! আমি (মদিনা থেকে) বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি, আমাদের ওপর যুগ-যামানা কঠোর হয়ে গেছে। অতঃপর আবদুল্লাহ তাকে বললেন: বোকা মেয়ে, তুমি বস। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি: যে কোনো ব্যক্তি মদিনার দুর্বিষহ ও কঠিন জীবনযাপনে ধৈর্যধারণ করবে, আমি কিয়ামতের দিনে তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব।"[১৬]

সুফিয়া বিনতে আবু 'উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু কে বলতে শুনেছেন-

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتْ بِهَا، تَشْفَعُ لَهُ، وَتَشْهَدُ لَهُ.

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মদিনাতেই মৃত্যুবরণ করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন সেখানে মৃত্যুবরণ করে; কারণ, যে ব্যক্তি সেখানে মৃত্যুবরণ করবে, তার জন্য তিনি সুপারিশ করবেন এবং তার পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিবেন।"[১৭]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী বলেছেন-

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا-

অর্থ: "যে ব্যক্তির মদিনায় মৃত্যুবরণ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন সেখানে মৃত্যুবরণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি তাতে মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"[১৮]

---

[১৬] . মুসলিম (২/১০০৪)

[১৭] . ইবনু হিব্বান, পৃ. ২৫৫; হাদিসটি ইমাম মুসলিম র. এর শর্তের ভিত্তিতে বর্ণিত।

[১৮] . আহমদ (২/৭৪ এবং ১০৪); এবং তিনি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

২৪. নবী -এর প্রতি দরূদপাঠকারী শাফায়াত লাভ করবে

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত। তিনি নবী :কে বলতে শুনেছেন-

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ-

"যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন তোমরা সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ করবে। কারণ, যে আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন। পরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য উসিলার দো'আ করবে। উসিলা হলো জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোনো এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য উসিলার দো'আ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে যাবে।"[১৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: আবু দারদা বলেন, রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে দশবার, সন্ধ্যায় দশবার রাসূল -এর ওপর দরুদ পড়বে সে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আমার শাফায়াত লাভ করবে। (তাবরানী)

---

[১৯] . মুসলিম, অধ্যায়: সালাত (كِتَابُ الصَّلَاةِ) , পরিচ্ছেদ: আযানের জবাবে মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব; এরপর রাসূলুল্লাহ এর উপর দরুদ পাঠ করা এবং তার জন্য ওসীলার দোয়া করা ।

২৫. সন্তান কর্তৃক তাদের পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি বা সুউচ্চ করে দেবেন; ফলে সে বলবে : হে আমার রব! আমার জন্য এটা কিভাবে হলো? তখন তিনি বলবেন : তোমার সন্তান কর্তৃক তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে এমনটা হয়েছে।"[৪২]

আবূ হাসসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ, فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ: قَالَ نَعَمْ, صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هٰذَا, فَلَا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ: "আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বললাম: আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে; আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা আমাদের মৃতদের ব্যাপারে আমাদের আত্মা আনন্দ বা প্রশান্তি অনুভব করবে? সে বলল : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হ্যাঁ, "তাদের ছোট সন্তানগণ জান্নাতের অধিবাসী, তাদের কেউ তার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করবে, অথবা তিনি বলেছেন : তার পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর সে তার কাপড়ে ধরবে অথবা তিনি বলেছেন : তার হাতে ধরবে, যেমনিভাবে আমি তোমার এই কাপড়ের এক প্রান্তে ধরলাম।

[৪২]. আহমদ (২/৫০৯); তার সনদ সহীহ।

অতঃপর সে নিবৃত্ত হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ও তার পিতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৪৩]

মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ وَإِيَّاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ. قَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: حَتَّى يَجِيْءَ آبَائُنَا " قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَيَقُوْلُوْنَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: " فَيُقَالُ لَهُمْ: أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَائُنَا.

অর্থ: "যে মুসলিমদ্বয়েরই তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মারা গিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এবং তাদের পিতা-মাতাকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন : তাদেরকে বলা হবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর; তিনি বলেন : তখন তারা বলবে : (আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না) যতক্ষণ না আমাদের পিতা-মাতা আসবে। তিনি তিনবার বলেন, আর তারাও অনুরূপভাবে তিনবার বলবে; অতঃপর তাদেরকে বলা হবে: তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৪৪]

শুরাহবীল ইবন শোফ'আহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

إِنَّهُ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ ". قَالَ: " فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ". قَالَ: فَيَأْتُوْنَ. قَالَ: " فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِيْنَ. أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ ". قَالَ: " فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا ". قَالَ: " فَيَقُوْلُ: أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ.

---

[৪৩]. মুসলিম (৪/২০২৯)

[৪৪]. আহমদ (২/৫১০); নাসাঈ (৪/২২); বায়হাকী; আর হাদিসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে বর্ণিত।

অর্থঃ "কিয়ামতের দিনে (শিশু অবস্থায় মারা যাওয়া) সন্তানদেরকে বলা হবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তিনি বলেন : তখন তারা বলবে : হে প্রতিপালক! (আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না) যতক্ষণ না আমাদের পিতা ও মাতা প্রবেশ করবেন। তিনি বলেন : অতঃপর তারা আসবে; তিনি বলেন : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমার কি হলো, আমি তো তাদেরকে মোটা ও খাটোদেহী ক্রোধে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি; তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তিনি বলেন : তখন তারা বলবে : হে প্রতিপালক! আমাদের পিতা ও মাতাগণ? তিনি বলেন : অতঃপর তিনি বলবেন : তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৪৫]

যায়েদ ইবনে সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ সালামকে বলতে শুনেছেন, আমার নিকট 'আমের ইবন যায়েদ আল-বাকালী হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি 'উতবা ইবন [আবদ[৪৬]] আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলতে শুনেছেন-

اِنْسَانٌ مِمَّنْ خُلِقَ اَيْنَ طَرَفَيْهِ. فَكَبَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: [ص: اَمَّا الْحَوْضُ فَيَرِدُ عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَيَمُوْتُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. فَأَرْجُوْ اَنْ يُوْرِثَنِي الْكُرَاعَ فَأَشْرَبَ مِنْهُ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِنَّ رَبِّيْ وَعَدَنِيْ اَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يَشْفَعُ كُلُّ اَلْفٍ لِسَبْعِيْنَ اَلْفًا، ثُمَّ يَحْثِيْ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكَفَّيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ. فَكَبَّرَ عُمَرُ، وَقَالَ: اِنَّ السَّبْعِيْنَ الْاُوْلَى لَيُشَفِّعُهُمُ اللهُ فِيْ اٰبَائِهِمْ، وَاَبْنَائِهِمْ، وَعَشَائِرِهِمْ، وَاَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَنِي اللهُ فِيْ اِحْدَى الْحَثَيَاتِ الْاَوَاخِرِ. فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فِيْهَا

[৪৫]. আহমদ (৪/১০৫); আল-ফাসাবী, আল-মা'রেফাতু ওয়াত তারিখ (৩৪৩/২) (اَلْمَعْرِفَةُ وَالتَّارِيْخُ); হাইছামী, আল-মাজমা (৩/১১); ইমাম আহমদের বর্ণনার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

[৪৬]. আল-মুনযেরী, তার তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে পিতার নাম উল্লেখ করেছেন।

فَاكِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى هِيَ تُطَابِقُ الْفِرْدَوْسَ . فَقَالَ: أَيُّ شَجَرِ أَرْضِنَا تُشْبِهُ؟ قَالَ: لَيْسَ تُشْبِهُ مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ، وَلَكِنْ أَتَيْتَ الشَّامَ؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَإِنَّهَا تُشْبِهُ شَجَرَةً فِي الشَّامِ تُدْعَى الْجَوْزَةَ، تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَنْتَشِرُ أَعْلَاهَا . قَالَ: فَمَا عِظَمُ أَصْلِهَا؟ قَالَ: لَوِ ارْتَحَلَتْ جَذَعَةٌ مِنْ إِبِلِ أَهْلِكَ لَمَا قَطَعْتَهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوَتُهَا هَرَمًا . قَالَ: فِيهَا عِنَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: مَا عِظَمُ الْعُنْقُودِ مِنْهَا؟ قَالَ: مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، لَا يَنْثَنِي وَلَا يَفْتُرُ . قَالَ: فَمَا عِظَمُ الْحَبَّةِ مِنْهُ؟ قَالَ: هَلْ ذَبَحَ أَبُوكَ مِنْ غَنَمِهِ شَيْئًا عَظِيمًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسَلَخَ إِهَابَهَا فَأَعْطَاهُ أُمَّكَ. فَقَالَ: ادْبُغِي هَذَا، ثُمَّ افْرِي لَنَا مِنْهُ ذَنُوبًا نَرْوِي بِهِ مَاشِيَتَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ تِلْكَ الْحَبَّةَ تُشْبِعُنِي وَأَهْلَ بَيْتِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَعَامَّةَ عَشِيرَتِكَ.

অর্থঃ "জনৈক আরব বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করল, তারপর সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার হাউযটি কোন ধরনের, যার ব্যাপারে আপনি আলোচনা করেন? জবাবে তিনি বলেন : "তা হলো বায়দা থেকে বসরা পর্যন্ত দূরত্বের মতো বিস্তৃত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তার প্রান্তদেশকে সম্প্রসারিত করবেন, ফলে তাঁর সৃষ্ট কোনো মানুষ জানতে পারবে না তার দুই প্রান্তের সীমানা কোথায়। তিনি (উতবা) বলেন : অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি (নবী ﷺ) বলেনঃ "হাউযের কিনারে ঐসব মুহাজির ফকীরগণ ভিড় করবে, যারা আল্লাহ তা'আলার পথে লড়াই করে এবং আল্লাহ তা'আলার পথে মৃত্যুবরণ করে।" আর (উতবা বা আরব বেদুইন বলেন) আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর কোনো এক প্রান্তে অবতরণ করাবেন। এবং আমি তার থেকে পান করব; অতঃপর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, বিনা হিসেবে আমার সত্তর হাজার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে; অতঃপর প্রত্যেক হাজার আরও সত্তর হাজারের ব্যাপারে সুপারিশ করবে। আর তিনি তাঁর দুই হাতের তালুর মাধ্যমে (আমার উম্মতের মধ্য থেকে) তিন অঞ্জলি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিলেন; তারপর তিনি (নবী ﷺ) বলেন : প্রথম সত্তর হাজারকে আল্লাহ তা'আলা তাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন।" আর (উতবা বা আরব বেদুইন বলেন) আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে শেষ তিন অঞ্জলির কোনো একটার মধ্যে শামিল করবেন। আর আরব বেদুঈন বলল : হে আল্লাহর রাসূল! তাতে কি ফলমূল আছে? জবাবে তিনি বললেন : না, তাতে 'তুবা' নামক একটি বৃক্ষ আছে, তা ফিরদাউস নামক জান্নাতের উপযোগী। সে বলল : আমাদের দেশের কোনো বৃক্ষের সাথে তার সাদৃশ্যতা রয়েছে? জবাবে তিনি বললেন : তোমাদের দেশের কোনো গাছের সাথেই তার মিল সাদৃশ্য নেই, তবে তুমি কি শাম দেশে গিয়েছ? জবাবে সে বলল: না, হে আল্লাহর রাসূল।

তখন তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই তা শাম দেশের 'জূযা' নামক বৃক্ষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা এক কাণ্ডের ওপর অঙ্কুরিত উদ্ভিদ এবং তার উপরিভাগ ছড়িয়ে যায়।" সে বলল: তাঁর মূলের বড়ত্ব কী পরিমাণ? তিনি বললেন: "যদি পরিপূর্ণ চার বছরে একটি উট তোমার পরিবারের অনবরত সে বেষ্টনীতে ভ্রমণ করে, তবে সেটার কণ্ঠনালী বৃদ্ধ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু তার শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে না।" সে বলল: তাতে কি আঙ্গুর ফল থাকবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। সে বলল: তার মধ্যকার আঙ্গুরের কাঁদি বা গুচ্ছের বড়ত্ব কেমন? তিনি বললেন : "বিরামহীন গতিতে চলমান একটি কাকের এক মাসের রাস্তার সমপরিমাণ।" সে বলল : তার দানার বড়ত্ব কেমন? তিনি বললেন : তোমার পিতা কি কখনও বড় ধরনের পাহাড়ী বকরা (পুরুষ ছাগল) জবাই করেছে? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন :

"অতঃপর সে কি তার চামড়া খসিয়েছে, তারপর তা তোমার মাকে দিয়ে বলেছে যে, তুমি এটা আমাদের জন্য প্রক্রিয়াজাত কর, তারপর তার থেকে আমাদের জন্য একটি বালতি প্রস্তুত কর, যাতে আমরা তা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি? সে বলল : হ্যাঁ[৪৭] । সে বলল : "নিশ্চয় এই দানা আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে পরিতৃপ্ত করবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ, তোমার গোটা বংশধরকে পরিতৃপ্ত করবে।"[৪৮]

শো'বা থেকে বর্ণিত। তিনি মু'য়াবিয়া ইবনে কুররা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ. فَقَالَ لَهُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَتُحِبُّهُ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَحَبَّكَ اللهُ كَمَا اُحِبُّهُ. فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ "مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟" قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِيْهِ: " اَمَا تُحِبُّ اَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلِيْ هٰذَا خَاصَّةً اَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: " بَلْ لِكُلِّكُمْ.

অর্থ: জনৈক ব্যক্তি তার ছেলেসহ নবী ﷺ -এর নিকট আসে। তখন নবী (সা) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : "তুমি কি তাকে ভালোবাস? অতঃপর সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন, যেমনিভাবে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর নবী ﷺ তাকে হারিয়ে ফেললেন,

---

[৪৭] . অর্থাৎ সেটার দানা এত বড় হবে।

[৪৮] . আল-মু'জামুল আওসাত (الْمُعْجَمُ الْاَوْسَطُ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬; তাবরানী; আল-ফাসাবী, আল-মা'লেফাতু ওয়াত তারিখ (৩৪১/২) (اَلْمَعْرِفَةُ وَالتَّارِيْخُ); হাফেয আল-মাকদাসী বলেন: এই হাদিসের কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি আমার জানা নেই।
(শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীবে এ হাদীসকে সহীহ লি গাইরিহী বলেছেন।

তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন: অমুকের ছেলে কী করে? তখন তারা বলল : হে আল্লাহর রাসূল! সে মারা গেছে।

অতঃপর নবী ﷺ তার পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : "তুমি কি পছন্দ করবে না যে, তুমি জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য থেকে যে কোনো দরজার সামনে উপস্থিত হবে, আর তুমি তাকে দেখতে পাবে সে তোমার জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।" অতঃপর সে ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি তার জন্য নির্দিষ্ট, নাকি আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য হবে? তখন তিনি বললেন: "বরং তোমাদের সকলের জন্য।"[৪৯]

২৬. আল্লাহ তায়ালার শাফায়াত বা অনুগ্রহ

নবী, ফেরেশতা এবং মুমিনেরা শাফায়াত করে অবসর হয়ে যাওয়ার পর পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা তার অনুগ্রহ ও দয়ায় এমন সব লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে আনবেন যারা কখনো কোনো নেক আমল করেনি। জান্নাতবাসীরা তাদেরকে দেখেই চিনতে পারবে যে, এরা আল্লাহর আযাদকৃত লোক। এরপর তাদেরকে عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ বা আল্লাহর আযাদকৃত বলে ডাকা হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيَشْفَعُ النَّبِيُّوْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ, فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِيْ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوْا, فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يَقُوْلُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ, فَيَنْبُتُوْنَ فِيْ حَافَتَيْهِ كَمَا تُنْبَتُ الْحَبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوْهَا إِلٰى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلٰى جَانِبِ الشَّجَرَةِ, فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ, وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ, فَيَخْرُجُوْنَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ, فَيُجْعَلُ فِيْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ

---

[৪৯]. আহমদ (৫/৩৫); আর হাদিসের বর্ণনাকারগিণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَارَاَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَه.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন নবী, ফেরেশতা, এবং মুমিনেরা শাফায়াত করে অবসর হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন- এখন আমার শাফায়াতই অবশিষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা একমুষ্টি তর্তি একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন, যারা কখনো কোনো নেক আমল করেনি। এয়া জলেপুড়ে কয়লার মত হবে।

এরপর তাদেরকে জান্নাতের দ্বারদেশে 'নাহরুল হায়াত' নামক একটি ঝর্ণায় নামানো হবে। তারা এখান থেকে এমনভাবে সজীব হয়ে বের হবে যেমন আবর্জনাময় ভেজা মাটিতে বীজ অংকুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে। তোমরা কি পাথর অথবা বৃক্ষের পাশের বীজকে দেখনি? এর মধ্যে যেটা রোদে থাকে সেটা হয় সবুজ। সুতরাং তারা এখান থেকে মুক্তার দানার মত চকমক করে বের হয়ে আসবে। তাদের ঘাড়ে সীল মোহর লাগানো হবে। জান্নাতাবাসীরা তাদেরকে দেখেই চিনতে পারবে যে, এরা আল্লাহর আযাকৃত লোক। এয়া কোনো কল্যাণ ও পুণ্যময় কাজ না করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

এরপর তাদেরকে বলা হবে, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর, আর বলা হবে, তোমরা যা কিছু দেখছ তা সবই তোমাদের দেয়া হলো। (মুসলিম)

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ فِيْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ, قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ, ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا, فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ , وَقُلْ يُسْمَعْ , وَسَلْ تُعْطَهُ, وَاشْفَعْ, فَاَقُوْلُ يَارَبِّ! اِئْذَنْ لِيْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ , فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ وَكِبْرِيَائِيْ وَعَظْمَتِيْ لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শাফায়াত বিষয়ক হাদীস রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি চতুর্থবারও উক্তরূপ প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সাজদায় লুটিয়ে পড়ব। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা তুলুন, আপনার কথা শোনা হবে, প্রার্থনা করুন, তা কবুল করা হবে, সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গৃহীত হবে। আমি বলব- হে পরওয়ারদিগার! আমাকে সেসব মানুষের জন্য অনুমতি দিন, যারা "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই" একথা স্বীকার করেছে। আল্লাহ বলবেন- না, এটা আপনার দায়িত্ব নয়; বরং আমার ইজ্জত, মর্যাদা, মহত্ত্ব ও পরাক্রমশীলতার কসম! আমি নিজে অবশ্যই এদের মুক্তি দেব, যারা এ কথা স্বীকৃতি দিয়েছে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।" (সহীহ মুসলিম-৩৭৪)

জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা চার ব্যক্তির মধ্যে হতে এক প্রতিক্ষিত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُوْنَ عَلَى اللهِ فَيَلْتَفِتُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اِذَا اَخْرَجْتَنِىْ مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِىْ فِيْهَا فَيُنْجِيْهِ اللهُ مِنْهَا.

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; জাহান্নাম থেকে চার ব্যক্তিকে বের করে আল্লাহর সম্মুখে হাজির করা হবে। এরপর তাদের এক ব্যক্তি ফিরে চাইবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি যখন একবার আমাকে তা থেকে বের করেছেন, পুনরায় আমাকে সেখানে প্রবেশ করাবেন না, আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন। (সহীহ মুসলিম হাদীস : ৩৭০)

২৭. রাসূল তার প্রিয় উম্মতের জন্য শাফায়াত

রাসূল ﷺ দুনিয়াতেই তার উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَقَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ (رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ وَبَكٰى فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَاجِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَاَلَهُ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ بِمَا قَالَ وَهُوَ اَعْلَمُ فَقَالَ اللهُ يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ اُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوْءُكَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন- এতে ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে-

"হে আমার রব! এসব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে আমার দলভুক্ত, তবে কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৬)

এবং ঈসা (আ) তার উম্মত সম্বন্ধে বলেছেন-

"যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। তবে তো তোমারই বান্দাহ, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (সূরা মায়িদা : আয়াত-১১৮)

এ আয়াত দুটি পাঠ করে নবী করীম ﷺ স্বীয় দু'হাত তুলে বলেন- "হে আল্লাহ আমার উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ কর! আমার উম্মতের প্রতি দয়া কর।" এ বলে তিনি কেঁদে দিলেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেন- হে জিবরাঈল! মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর তিনি কেন কাঁদেন? "অথচ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন, তিনি কেন কাঁদছেন" জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ তাঁকে সবকিছুই বলেন। অথচ আল্লাহ নিজেই সব কিছু ভালভাবেই জানেন। এরপর আল্লাহ বলবেন- হে জিবরাঈল, মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও এবং বল- "আমরা তো অচিরেই আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনাকে ব্যথা দেব না, অসন্তুষ্ট করব না।

(সহীহ মুসলিম হাদীস-৩৯৩)

আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন-

إِنَّ رَبِّيْ أَعْطَانِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَهَلاَّ اسْتَزَدْتَهُ؟ قَالَ: «قَدِ اسْتَزَدْتُهُ، فَأَعْطَانِيْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِيْنَ أَلْفًا . قَالَ عُمَرُ: فَهَلاَّ اِسْتَزَدْتَهُ؟ قَالَ: قَدِ اسْتَزَدْتُهُ، فَأَعْطَانِيْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِيْنَ أَلْفًا . قَالَ عُمَرُ: فَهَلَّا اِسْتَزَدْتَهُ؟ قَالَ: قَدِ اسْتَزَدْتُهُ، فَأَعْطَانِيْ هٰكَذَا وَفَرَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَسَطَ بَاعَيْهِ، وَحَثَا عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ هِشَامٌ: وَهٰذَا مِنَ اللهِ لَا يُدْرَى مَا عَدَدُهُ.

অর্থ: "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" অতঃপর ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাঁর নিকট আরও অতিরিক্ত প্রার্থনা করেন নি? জবাবে তিনি বললেন: "আমি তাঁর নিকট আরও অতিরিক্ত প্রার্থনা করেছি। অতঃপর তিনি আমাকে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আরও সত্তর হাজার প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

অতঃপর ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাঁর নিকট আরও অতিরিক্ত প্রার্থনা করেন নি? জবাবে তিনি বললেন : "আমি তাঁর নিকট আরও অতিরিক্ত প্রার্থনা করেছি। অতঃপর তিনি আমাকে আরও অনুরূপ

সংখ্যক প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।” আর (হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইমাম আহমদের উস্তাদ) আবদুল্লাহ ইবন বকর তাঁর সম্মুখের জায়গা প্রশস্ত করে দেখান। আর আবদুল্লাহ বললেন : আর তিনি তাঁর দুই বাহু সম্প্রসারিত করলেন। আর তা আবদুল্লাহ তার হাত দিয়ে মাটি পূর্ণ করলেন। আর হিশাম বলেন : আর এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, যার সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় না।”[৫০]

আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-

«وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِهِ.

অর্থ: “আমার প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসেবে কোনো শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে; প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার এবং আমার প্রতিপালকের অঞ্জলিসমূহ থেকে পরিপূর্ণ তিন অঞ্জলি প্রবেশ করবে।”[৫১]

আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللهَ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» . فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ وَاللهِ مَا أُولَئِكَ فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالذُّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي الذِّبَّانِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ رَبِّي قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» . قَالَ: فَمَا سِعَةُ حَوْضِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: كَمَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عُمَانَ وَأَوْسَعَ وَأَوْسَعَ» . يُشِيرُ بِيَدِهِ. قَالَ: فِيهِ مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ» . قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟

---

[৫০] . আহমদ (১/১৯৭); আর অন্য বর্ণনার সমর্থনের কারণে হাদিসটি হাসান পর্যায়ের। (বস্তুত: হাদীসটি দুর্বল। শাইখ ও শুআইন আল-আরনাউত দুর্বল বলেছেন।

[৫১] . তিরমিযী (৪/৪৫); ইবনে মাজাহ (২/১৪৩৩); আহমদ (৫/২৬৮); হাফেয ইবনে কাছীর তার তাফসীরের মধ্যে (১/৩৯৪) বলেন: এ সনদটি উত্তম।

قَالَ: مَاءٌ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ أَبَدًا.

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অতঃপর ইয়াযিদ ইবনুল আখনাস আস-সুলামী বললেন: আল্লাহর কসম! আপনার উম্মতের মধ্যে তারা তো মাছির পালের মধ্যে লাল-হলুদ-সাদা মাছির মতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আমার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্তর হাজারের এবং প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজারের; আর তিনি আমার নিকট আরও তিন অঞ্জলি বৃদ্ধির কথা বলেছেন।"

তিনি বলেন: হে আল্লাহর নবী! আপনার হাউযের প্রশস্ততা কতটুকু? জবাবে তিনি বলেন : "'আদন থেকে 'আম্মান পর্যন্ত দূরত্বের মত, আরও বেশি প্রশস্ত, আরও বেশি প্রশস্ত বলতে বলতে তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঝর্না ধারাসমূহ রয়েছে।" তিনি আবার জিজ্ঞাসার সুরে বললেন: হে আল্লাহর নবী! আপনার হাউয কোন ধরনের? জবাবে তিনি বললেন : দুধের চেয়ে অনেক বেশি সাদা, মধুর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি এবং মেশকের চেয়ে অনেক বেশি সুগন্ধময়। যে ব্যক্তি একবার তার থেকে পান করবে, সে ব্যক্তি পরবর্তীতে আর কোনো দিন পিপাসার্ত হবে না এবং কোনো দিন তার চেহারা মলিন হবে না।" [৫২]

রিফা'আ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ أَوْ قَالَ: بِقُدَيْدٍ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنَّا يَسْتَأْذِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيَأْذَنُ لَهُمْ. فَقَامَ

---

৫২. আহমদ (২/২৫০); হাফেয ইবনু কাছীর তার তাফসীরের মধ্যে বলেন: তার সনদ হাসান; আর হাফেয হাইছামী আল-মাজমা (اَلْمَجْمَعُ) গ্রন্থের মধ্যে বলেন : হাদিসটি ইমাম আহমদ ও তাবারানী র. বর্ণনা করেছেন এবং আহমদ র. এর বর্ণনাকারীগণ ও তাবারানীর কোন কোন সনদের বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ।

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ، وَاَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُوْنُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِيْ تَلِيْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَبْغَضَ اِلَيْهِمْ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ . فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْقَوْمِ اِلَّا بَاكِيًا، فَقَالَ رَجُلٌ: اِنَّ الَّذِيْ يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هٰذَا لَسَفِيْهٌ. فَحَمِدَ اللهَ، وَقَالَ حِيْنَئِذٍ: اَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لَا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ اِلَّا سُلِكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ: وَقَدْ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُدْخِلَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَذَابَ، وَاِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ لَا يَدْخُلُوْهَا حَتّٰى تَبَوَّءُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِكُمْ وَاَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ، وَقَالَ: "اِذَا مَضٰى نِصْفُ اللَّيْلِ اَوْ قَالَ: ثُلُثَا اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ: لَا اَسْاَلُ عَنْ عِبَادِيْ اَحَدًا غَيْرِيْ، مَنْ ذَا يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهٗ، مَنِ الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهٗ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهٗ، حَتّٰى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

অর্থ: "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আগমন করতে সাগলাম। এমনকি যখন আমরা 'আল-কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছালাম, তখন আমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতে শুরু করল এবং তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (ভাষণ দেয়ার জন্য) দাঁড়ালেন, তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন, অতঃপর তিনি বললেন : "লোকজনের কী অবস্থা হলো, গাছের যে অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সম্পৃক্ত, অপর অংশের চেয়ে তাদের নিকট গাছের সেই অংশ অধিক অপছন্দনীয়। আর আমরা সেই সময় সম্প্রদায়ের সকল লোককে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলাম।

জনৈক ব্যক্তি বলল : এরপরেও যে ব্যক্তি আপনার নিকট অনুমতি চাইবে, সে তার বোকামীর জন্যই চাইবে। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন

করলেন এবং তিনি বললেন : "যখন আমি আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিব, তখন যে বান্দা মনে-প্রাণে এই সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর ঠিক সেই অনুযায়ী সে কাজ করে, তাহলে সে জান্নাতের পথেই চলে। আর তিনি বলেন : "আমার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসেবে কোনো শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর আমি অবশ্যই আশা করি যে, তারা তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে যারা সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতের মধ্যে আবাসগৃহ তৈরি করবে। আর তিনি বললেন : যখন রাতের অর্ধেক অতিবাহিত হয় অথবা তিনি বলেছেন, যখন রাতের এক-তৃভীয়াংশ অভিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবভরণ করেন এবং তারপরে বলেন। আমি আমার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাকে ব্যভীভ অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করব না; কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব; কে আছ আমার নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করবে, আমি তার দো'আ কবুল করব; কে আছ আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে দান করব, এভাবে শেষ পর্যন্ত উষার আলো উদ্ভাসিত হয়ে সকাল হয়ে যাবে।"[৫৩]

---

৫৩. আহমদ (৪/১৬) আত-তায়ালাসী (১/২৭) ইবনে খুযাইমা, পৃ. ১৩২; ইবনে হিব্বান (১/২৫৩); তাবরানী, আল-কাবীর (৫/৪৩), আর হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর শর্তের আলোকে বর্ণিত ও প্রতিষ্ঠিত।
হাফেয ইবনে কাছীর র. 'আন-নেহায়া' (২/১০৮) গ্রন্থে বলেন : হাফেয জিয়া বলেন, এটা আমার নিকট বিশুদ্ধ হাদীসের শর্তের আলোকে বর্ণিত।

২৮. একদল লোক শেষ পর্যায়ে শাফাআত পাবেন

যারা কখনো কোনো নেক আমল করেনি আল্লাহ তা'আলা এমন এক দল লোককে সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَخْرُجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ.

অর্থ : হাম্মাদ ইবনে যায়িদ (রহ:) বলেন, আমি আমর ইবনে দীনারকে বললাম, আপনি কি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন : আল্লাহ একদল লোককে সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

(সহীহ মুসলিম হাদীস : ৩৬৭)

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ جَابِرٍ ﷺ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاُذُنَيْهِ يَقُوْلُ : اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَخْرُجُ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : জাবির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তিনি তাঁর দু কানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম.কে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ স্বয়ং কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সহীহ মুসলিম হাদীস : ৩৬৬)

২৯. শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে যারা

শিরকি আকিদার ওপর মৃত্যুবরণকারী কিয়ামতের দিন রাসূল ﷺ-এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর শাফায়াতকে অস্বীকার করবে সে কিয়ামতের দিন রাসূল ﷺ-এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : مَنْ كَذَّبَ بِالشَّفَاعَةِ فَلَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ فِيهَا .

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি শাফায়াত অস্বীকার করে তার জন্য শাফায়াতের কোনো অংশ নাই। (ফাতহুলবারী)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالُ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالُ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالُ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالُ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ .

অর্থ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহর তাঁর নিয়ামত রাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তাঁর সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন : তুমি এর (নিয়ামতের) বিনিময়ে কি আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছে। তুমি বরং এক জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে তুমি বীর।
এরপর (ফেরেশতাকে) নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তি বিচার করা হবে যে, জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করেছে। (তখন তাকে উপস্থিত করা হবে) আল্লাহ তায়ালা তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে স্মরণ করাবেন এবং সে তা চিনতেও পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন : এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কি করলে? উত্তরে সে বলবে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের লক্ষে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন- তুমি মিথ্যা বলেছ।
তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্য যাতে লোকেরা তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যাতে লোকেরা বলে সে একজন ক্বারী এরপর (ফেরেশতাকে) নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তৃতীয় এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা স্বচ্ছলতা এবং বহু সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করাবেন। সে তা চিনতে পারবে (এবং স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন– এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, সমুদয় ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই যাতে ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর অথচ আমি

সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করিনি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন– তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যে তা ব্যয় করেছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে "দানবীর" বলে অভিহিত করে। এরপর (ফেরেশতাকে) নির্দেশ দেয়া হবে সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওরা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম হাদীস ৪৭৮৯)

৩০. নবী ﷺ কে শাফায়াতের ইখতিয়ার প্রদান

আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে তাঁর উম্মাতের অর্ধেক (হিসাব ব্যতীত) জান্নাতে নিয়ে যাওয়া অথবা সমস্ত (মুসলমান) উম্মতের নাজাতের জন্য সুপারিশ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا خَيَّرَنِيْ رَبِّيَ اللَّيْلَةَ؟ قُلْنَا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ, قَالَ فَاِنَّهُ خَيَّرَنِيْ بَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِي الْجَنَّةَ , وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ! اُدْعُ اللهَ اَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ اَهْلِهَا, قَالَ هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : আউফ ইবনে মালেক আশজাই (রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি জান, আমার প্রভু আজ রাতে আমাকে কোন বিষয়ে অবকাশ দিয়েছেন। আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে বেশি অবগত। তিনি বললেন, তিনি (আল্লাহ) আমাকে এ মর্মে অবকাশ দিয়েছেন, যে আমার উম্মতের অর্ধেক জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিংবা তাদের নাজাতের জন্য শাফায়াতের অনুমতি। আমি শাফায়াতকে ইখতিয়ার করলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন, এ শাফায়াত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

(ইবনে মাজাহ হাদীস : ৪৩১৭)

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَتَانِيْ اٰتٍ مِنْ عِنْدَ رَبِّيْ فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ اَنْ يُّدْخَلَ نِصْفُ اُمَّتِيْ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا–

অর্থ : আওফ ইবনে মালেক আল আশজাই রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার নিকট আসলেন {অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)} এবং দুটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিলেন।

১. হয় আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক লোক জান্নাতে যাবে অথবা।
২. আমার সুপারিশ করার স্বাধীনতা থাকবে। আমি সুপারিশকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেইসব লোকের জন্যে যারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে। (তিরমিযী, হাদীস : ২৩৮৩)

৩১. জান্নাতে উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাই বেশি হবে

কিয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুপারিশে উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ পরিমাণ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, জান্নাতবাসীর অর্ধেকই হবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উম্মত। হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ : فَكَبَّرَ ثُمَّ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثُ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ : فَكَبَّرْنَا, ثُمَّ قَالَ اِنِّيْ لَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَاُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ مَا الْمُسْلِمُوْنَ فِي الْكُفَّارِ اِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِيْ اَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِيْ ثَوْرٍ اَبْيَضَ.

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা কি খুশি হবে না যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ। আনন্দে আমরা আল্লাহু আকবার' ধ্বনি

দিলাম। এরপর তিনি বলেন : তোমরা কি এতে খুশি হবে না যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ? এবারই আমরা আনন্দে 'আল্লাহু আকবার' বললাম। এরপর তিনি বলেন : অবশ্য আমি আশা রাখি তোমারই হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। আর তা কিভাবে এক্ষণই আমি তোমাদেরকে সে বর্ণনা দিচ্ছি। কাফেরদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা হবে, মিশ্‌কালো বর্ণের একটি বলদের গায়ের পশমের মধ্যে যেমন একটি সাদা চুল, অথবা তিনি বলেছেন, যেমন ধবধবে সাদা বর্ণের একটি বলদের গায়ের পশমের মধ্যে একটি কাল চুল। (মুসলিম, হাদীস- ৪২২)

৩২. মাকামে মাহ্‌মুদ নবী ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত

মাকামে মাহ্‌মুদ তথা প্রশংসিত স্থান” শাফায়াতের এমন উঁচু স্থান কিয়ামতের দিন যার ওপর রাসূল ﷺ কামিয়াব বা বিজয়ী হবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا.

অর্থ: রাত্রির কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা (তার কারণে) আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৭৯)

যখন সমস্ত নবীগণ আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা ও ক্রোধের ভয়ে সুপারিশ করা থেকে অস্বীকৃতি জানাবে তখন রাসূল কারীম ﷺ তিনি মাকামে মাহমুদ তথা প্রশংসিত স্থান অর্জনের কারণে আল্লাহ তায়ালার সামনে সুপারিশ করার সাহস পাবেন।

৩৩. শাফায়াতের প্রকার

শাফায়াত ৬ প্রকার। যথা-

১. শাফায়াতের কুবরা (তথা শ্রেষ্ঠ শাফায়াত)
২. জান্নাতে প্রবেশের শাফায়াত
৩. অগ্রগামীদের জন্য শাফায়াত
৪. কবীরাগুনাহে অভিযুক্তদের জন্যে শাফায়াত
৫. জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার জন্যে শাফায়াত
৬. জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তির জন্য শাফায়াত

শাফায়াতে কুবরা (তথা শ্রেষ্ঠ শাফায়াত)

শাফায়াতে কুবরা তথা শ্রেষ্ঠ শাফায়াত একমাত্র সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্যই নির্ধারিত।
হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِيْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَاُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِاَحِدٍ قَبْلِيْ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

অর্থ: জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

১. আমাকে একমাসের রাস্তায় (শত্রুর ওপর) ভীতির দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।
২. আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কারও যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে সেখানেই নামায পড়ে নিবে

৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। যা ইতোপূর্বে কারও জন্যই হালাল ছিল না।

৪. আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে।

৫. প্রত্যেক নবী প্রেরিত হতেন কেবল তার সম্প্রদায়ের জন্য কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য। (বুখারী হাদীস নং ৩২৩)

৬. কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে ক্ষুধা পিপাসিত ও ঘুমানো অবস্থায় দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যখন বিরক্তি এসে যাবে তখন তারা সর্বপ্রথম আদম (আ)-এর নিকট যাবে, তারপর নূহ (আ)-এর নিকট যাবে এরপর ইবরাহীম (আ)-এর নিকট, এরপর মুসা (আ)-এর নিকটে যাবে যাতে তারা (নবীরা) লোকদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট হিসাব-নিকাশ করার জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু সকল নবীই ওজর পেশ করবে। পরিশেষে লোকেরা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হবে। ফলে রাসূল ﷺ আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবে। তাকেই শাফায়াতে কুবরা বা শ্রেষ্ঠ শাফায়াত বলে। হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اِسْتَشْفَعْنَا عَلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلٰئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهٗ اِئْتُوْا نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهٗ اِئْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِىْ اِتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيْلًا فَيَأْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهٗ اِئْتُوْا مُوْسَى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللهُ فَيَأْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُوْنَ لَسْتُ هُنَاكُمْ خَطِيْئَتَهٗ اِئْتُوْا عِيْسٰى فَيَأْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ

فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَاتَاَخَّرَ فَيَأْتُوْنِىْ فَاَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فَاِذَارَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ لِىْ اِرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَأْسِىْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِىْ ثُمَّ اَشْفَعُ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিবসে সমস্ত মানুষকে সমবেত করবেন। তারা বলবে, আমরা যদি এখান থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কারো মাধ্যমে আমাদের রবের কাছে সুপারিশ করতাম, তাহলে এ অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতাম। সুতরাং তারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি আদম– সব মানুষের পিতা, আল্লাহ নিজ কুদরতী হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা সাজদা করায়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করলে তিনি আমাদেরকে এ যন্ত্রণাদায়ক স্থান থেকে মুক্ত করে শান্তি প্রদান করবেন। তখন আদম বলবেন–

আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি নিজের কৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন এবং তিনি লজ্জিত হবেন। তিনি আরো বলবেন : বরং তোমরা দুনিয়াবাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহর সর্বপ্রথম নবী নূহ (আ)এর নিকটে যাও।

সুতরাং তারা সবাই নূহ (আ)-এর নিকটে গমন করবে। তিনি বলবেন : আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি সাথে সাথে তাঁর কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করবেন যা তিনি করেছিলেন। এতে তিনি যে তাঁর রবের নিকটে লজ্জিত সে কথাও বলবেন। আর বলবেন তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর নিকটে যাও। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ খলিল বানিয়েছেন। সুতরাং তারা সবাই ইবরাহীম (আ)-এর নিকটে যাবে। তিনি বলবেন: আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর কৃত অপরাধের কথা

স্মরণ করে তার রবের কাছে যে লজ্জিত সে কথা বলবে। তিনি আরো বলবেন, রবং তোমরা মূসা (আ)-এর নিকটে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাওরাত কিতাব প্রদান করেছেন। সবাই তখন মুসা (আ)-এর নিকটে আসবে। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে, তার প্রভুর নিকটে যে লজ্জিত সে কথা বলবেন এবং বলবেন তোমরা (আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর কালেমা ও রূহ) ঈসা (আ)-এর নিকট গমন কর।

এরপব তারা সবাই ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দাহ যার আগের ও পরের সবগুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (রাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তারা যখন আমার কাছে আসবে তখন আমি আমার রবের কাছে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর কাছে গমনের অনুমতি দেয়া হবে, যখন আমি তাঁকে দেখব তখনই তাঁর সামনে সাজ্‌দায় লুটে পড়ব।

আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে ততক্ষণ এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন: হে মুহাম্মদ, মাথা তোল! আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা চাইবে তা প্রদান করা হবে; এবং তুমি সুপারিশ কর কবুল করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তখন আমি মাথা তুলব এবং আমার রবের এমন বাক্যে প্রশংসা করব, যা আমার মহাপরাক্রমশালী রব আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি শাফায়াত করব। (যে শাফায়াত কবুল করা হবে। (বুখারী হাদীস : ৩৭১)

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبِ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ.

অর্থঃ উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন, যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন আমিই হব নবীগণের ইমাম (নেতা), তাঁদের মুখপাত্র এবং তাদের সুপারিশকারী, এতে আমার কোনো অহংকার নেই।

(তিরমিযী-৩৫৫২)

জান্নাতে প্রবেশের সুপারিশ

কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানুষ যখন অসহনীয় ও চরম দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে এবং পিপাসিত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিরক্তিবোধ এসে যাবে তখন সর্বপ্রথম আদম (আ)-এরপর ইবরাহীম (আ) তারপর মুসা (আ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হবে যাতে তারা আল্লাহর নিকট লোকদের হিসাব কিতাব শুরু করার সুপারিশ করেন। কিন্তু সমস্ত নবীরাই অপারগতা প্রকাশ করবে। সর্বশেষ লোকেরা মুহাম্মদ -এর নিকটে যাবে ফলে তিনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। হাদিসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَانْطَلِقُ فَاٰتِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِيْ مِنْ مَحَامِدِهٖ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اِشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَرْفَعُ رَاْسِيْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা শাফায়াত বিষয়ে হাদীসে রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী কারীম বলেছেন, আমি সুপারিশের জন্য অবনত হয। আল্লাহ আমার অন্তরকে সুপ্রশস্ত করে দিবেন এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হামদ জ্ঞাপনের ইলহাম করবেন। যা ইতোপূর্বে কাউকে দেয়া হয় নাই। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মুহাম্মদ!

মাথা উত্তোলন করুন, প্রার্থনা করুন আপনার প্রার্থনা কবুল করা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। অনন্তর আমি মাথা তুলব। বলবঃ হে আমার প্রতিপালক! উম্মতী, উম্মাতী (আমার উম্মত আমার উম্মত) আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাদের ওপর কোনো হিসাব নাই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। অবশ্য অন্য দরজা দিয়েও অন্যান্য লোকের সাথে তারা প্রবেশ করতে পারবে। (বুখারী)

লোকদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য রাসূল ﷺ-এর সুপারিশেই সর্বপ্রকার জান্নাতের দরজা খোলা হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَاَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا-

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, লোকদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম আমিই তাদের সুপারিশকারী। আর আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সমস্ত নবীদের অনুসারীর চেয়ে অনেক বেশি। (মুসলিম-৩৭৯)

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اٰتِيْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ لَا اَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ-

অর্থঃ আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : আমি কিয়ামত দিবসে জান্নাতের দরজায় এসে তা গণনার জন্য অনুরোধ করব। তখন দ্বাররক্ষী আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে? আমি বলব : মুহাম্মদ'। সে বলবে, আমাকে আপনার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আপনার পূর্বে আর কারোর জন্য তা উম্মুক্ত না করি।

(সহীহ মুসলিম হাদীস-৩৮২)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের অনুসারীর তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে বেশি সংখ্যক। সর্বপ্রথম আমিই বেহেশতের দরজার কড়া নড়াব। (মুসলিম-৩৮০)

অগ্রগামীদের জন্য শাফায়াত

যে সকল লোকদের নেক ও গোনাহ সমান দেখা যাবে তারাও রাসূল ﷺ -এর সুপারিশে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ السَّابِقُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالْمُقْتَصِدُ بِرَحْمَةِ اللهِ وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ وَاَصْحَابُ الْاَعْرَافِ يَدْخُلُوْنَهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নেকীর দিক দিয়ে প্রাধান্য হিসাব-নিকাশ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে, নেক ও গোনাহ সমান (ব্যক্তি) ও গোনাহগার লোক আল্লাহ তায়ালার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তাবরানী)

কবীরাগুনাহে অভিযুক্তদের জন্য শাফায়াত

পূর্বে কতগুলো হাদিসের উদ্ধৃতি অতিবাহিত হয়েছে, যেগুলো কবীরা গুনাহে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য শাফা'আতের প্রমাণ বহন করে।

যেমন: আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাদিস, আরা তা হলো দ্বিতীয় হাদিস-

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ... اِلٰى اٰخِرِهٖ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই) বলবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।"

অনুরূপভাবে তৃতীয় হাদিস : আর ইবনু 'আসেম 'আস-সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে (২/৩৯৯) বলেন, আর ঐসব খবর বা হাদিসসমূহ, যা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছি- শাফায়াত ও তাঁকে সুপারিশকারী বানানো প্রসঙ্গে, তার দ্বারা আল্লাহ তাঁকে মর্যাদা দান করেছেন। আর তিনি যেসব ক্ষেত্রে সুপারিশ করবেন, সে ব্যাপারে অনেক হাদিস রয়েছে, যা প্রকৃত জ্ঞানকে আবশ্যক করে। আর মুতাওয়াতির পর্যায়ের জ্ঞানকে আবশ্যক করে, এমন খবর বা হাদিস অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং শাফায়াতের আশাকারী প্রত্যেক মুমিনকে সে শাফায়াত নসীব করুন। আমীন

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি আপনার শাফায়াতের দ্বারা সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لَا يَسْاَلَنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ, اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ , فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فَاَذْهَبَ فَمَنْ وَجَدْتُ فِيْ قَلْبِهِ! مِثْقَالَ ذٰلِكَ اَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ وَفَرَغَ اللهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَاَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ اُمَّتِي النَّارَ مَعَ اَهْلِ النَّارِ, فَيَقُوْلُ اَهْلُ النَّارِ: مَا اَغْنَى عَنْكُمْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُشْرِكُوْنَ بِهِ شَيْئًا, فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ: فَبِعِزَّتِيْ لَاُعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ فَيُرْسِلُ اِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُوْنَ وَقَدْ امْتَحَشُوْا فَيَدْخُلُوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ غُثَاءِ السَّيْلِ, وَيُكْتَبُ بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ: هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ: "হে আবূ হুরায়রা ! আমি ধারণা পোষণ করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ, আমি দেখেছি হাদিসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার

শাফায়াত লাভে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি একান্ত আন্তরিকতার সাথে বলে : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই); আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অতঃপর আমি যার অন্তরের মধ্যে এই পরিমাণ (ঈমান) পাব, তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিসেব নেয়ার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন এবং আমার বাকি উম্মতকে জাহান্নামবাসীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর জাহান্নামবাসীগণ বলবে: তোমরা যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করতে না, তা তোমাদের কোনো উপকারে আসল না; তখন পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমার ইজ্জতের কসম! অবশ্যই আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করব। অতঃপর তিনি তাদের নিকট ফরমান পাঠাবেন, তারপর তারা বের হয়ে আসবে এমতাবস্থায় যে, তারা পুড়ে গেছে। অতঃপর তারা জীবন নদীতে প্রবেশ করবে, তারপর তারা তাতে সজীব হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে স্রোতের পলিতে শস্য অঙ্কুরিত হয় এবং তাদের কপালে লিখে দেয়া হবে : 'এরা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।"[২৬]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوْ بِهَا، وَأُرِيْدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ فِي الْآخِرَةِ.

অর্থ: "প্রত্যেক নবীর এমন একটি মাকবুল দো'আ রয়েছে, যার দ্বারা তিনি দো'আ করে থাকেন। আর আমার ইচ্ছা, আমি আমার সে দো'আর অধিকার আখিরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য মূলতবী রাখি।"[২৭]

---

[২৬]. আহমদ (৩/১৪৪ এবং ২৪৭) এবং তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী; দারেমী (১/২৭-২৮)

[২৭]. বুখারী, দোয়া অধ্যায় (كِتَابُ الدَّعْوَاتِ) পরিচ্ছেদ; প্রত্যেক নবীর একটি মাকবুল দোয়া রয়েছে (بَابُ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) হাদিস নং-৫৯৪৫

আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَبَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفَى، اَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ؟ لَا، وَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ، الْخَطَّائِيْنَ الْمُتَلَوِّثِيْنَ.

অর্থ: "শাফায়াত এবং আমার অর্ধেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করা এই দু'টির মধ্য থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। অতঃপর আমি শাফায়াতের বিষয়টিকে পছন্দ করেছি; কারণ, তা অনেক ব্যাপক ও পর্যাপ্ত। তোমরা কি তা মুত্তাকীদের জন্য মনে করেছ? না, বরং তা গুনাহগার অপরাধী পঙ্কিলদের জন্য।"[২৮]

আবূ বুরদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْرُسُهُ اَصْحَابُهُ، فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ اَرَهُ فِيْ مَنَامِهِ، فَاَخَذَنِيْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ، فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ، فَاِذَا اَنَا بِمُعَاذٍ قَدْ لَقِيَ الَّذِيْ لَقِيْتُ فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِثْلَ هَزِيْزِ الرَّحَا فَوَقَفَا عَلَى مَكَانِهِمَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الصَّوْتِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ اَيْنَ كُنْتُ؟ وَفِيْمَ كُنْتُ؟ اَتَانِيْ اٰتٍ مِنْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ، فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ". فَقَالَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اُدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَجْعَلَنَا فِيْ شَفَاعَتِكَ. فَقَالَ: اَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا فِيْ شَفَاعَتِيْ.

---

[২৮]. ইবনু মাজাহ (২/১৪৪১); আল-বূসীরী 'আয-যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বলেন : তার সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

অর্থ: "নবী ﷺ-কে তাঁর সাহাবীগণ পাহারা দিত, কোনো এক রাতে আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, তারপর আমি তাঁকে তাঁর ঘুমানোর জায়গায় দেখতে পেলাম না। অতঃপর হাঁটাহাঁটি ও কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম, তারপর আমি বিষয়টি দেখতে গেলাম, হঠাৎ আমার সাথে মু'আযের দেখা হয়ে গেল। অতঃপর আমরা জাঁতাকলের কড় কড় শব্দের ন্যায় শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর তারা তাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল; তারপর নবী ﷺ আওয়াজের দিক থেকে আসলেন এবং বললেন: "তোমরা কি জান যে, আমি কোথায় ছিলাম এবং কাদের মধ্যে ছিলাম? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার নিকট এক আগত ব্যক্তি আসল। অতঃপর শাফায়াত এবং আমার অর্ধেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করা, এই দু'টির মধ্য থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। অতঃপর আমি শাফায়াতের বিষয়টিকে পছন্দ করেছি।" অতঃপর তারা উভয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'আ করেন, তিনি যাতে আমাদেরকে আপনার শাফায়াতের মধ্যে গণ্য করেন, তখন তিনি বলেন : "তোমরা এবং যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে, তারা আমার শাফায়াতের আওতায় থাকবে।"[২৯]

আবূ বুরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

أُعْطِيتُ خَمْسًا: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ، وَالْأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ شَهْرًا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ شَفَاعَتِي، ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا.

---

[২৯]. আহমদ (৪/৪০৪); তাবারানী, আস-সাগীর (২/৮); তার সনদ সহীহ; ইমাম আহমদের নিকট এই হাদিসের সমর্থনে আওফ ইবন মালিক থেকে হাদিস বর্ণিত আছে (৬/২৮)

অর্থ: "আমাকে নিম্নের পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে

১. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের (সকল মানুষের) নিকট;
২. আমার জন্য যমীনকে পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে;
৩. আর আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কারও জন্য হালাল ছিল না;
৪. আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, এক মাসের দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়;
৫. আর আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে; প্রত্যেক নবীই শাফায়াতের অধিকার চেয়েছেন, আর আমি আমার শাফায়াতের আবেদনকে বিলম্বিত করেছি। অতঃপর আমি তা কাজে লাগাব আমার উম্মতের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি।"[৩০]

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

شَفَاعَتِيْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ.

অর্থ: "আমার উম্মতের মধ্য থেকে কবীরা গুনাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য আমার শাফায়াত তথা সুপারিশ প্রয়োগ করা হবে।

জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার জন্য শাফায়াত

আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে উচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত লোকের সুপারিশে নিচু পর্যায়ের লোকদেরকে উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সমান সম্মান দান করবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ اِلَيْهِ مِنْ دَرَجَتِهٖ وَاِنْ كَانُوْا دُوْنَهٗ فِي الْعَمَلِ لِتَقَرَّبَهُمْ عَيْنُهٗ قَرَاَ (وَالَّذِيْنَ

---

[৩০]. আহমদ (৪/৪১৬) আর তিনি বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন।

اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ ثُمَّ قَالَ وَمَا نَقَصْنَا لِاٰبَائِهِمْ لِمَا اَعْطَيْنَا الْبَنِيْنَ.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সন্তানদের মর্যাদা উচ্চ করবেন। যদিও তাদের সন্তানদের আমল সম্মানিত লোকদের সমান (আমল) না হয়। যাতে ঈমানদারের চক্ষু প্রশান্তি লাভ হয়।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ.

অর্থ : যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। (সূরা তুর : আয়াত-২১)

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, পিতৃপুরুষদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে মিলিত করার বিনিময়ে আমি তাদের পিতৃপুরুষদের নিয়ামত থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। (বায়যার)

আল্লাহ তায়ালা নেক সন্তানদের সুপারিশে তাঁর পিতা-মাতাকে জান্নাতের উচ্চস্থান দান করেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى لِيْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সৎলোকদেরকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তখন তারা বলবে, হে আল্লাহ! আমার এই উচ্চ মর্যাদা কেন? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আপনার সন্তান আপনার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাই। (মুসনাদে আহমদ)

হাশরের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শাফায়াত

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَمَرَ بِقَوْمٍ مِنْ اُمَّتِيْ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ , قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: يَا مُحَمَّدُ!
نَنْشُدَكَ الشَّفَاعَةَ , قَالَ: فَاَمَرَ الْمَلَائِكَةَ اَنْ يَعْفُوْا بِهِمْ . قَالَ: فَاَنْطَلِقُ وَ
اِسْتَأْذَنَ عَلَى الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَأْذَنَ لِيْ فَاَسْجُدُ وَ اَقُوْلُ: يَا رَبِّ , قَوْمٌ مِنْ
اُمَّتِيْ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ , قَالَ: فَيَقُوْلُ لِيْ: اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهُمْ , قَالَ:
فَاَنْطَلِقُ وَ اخْرُجُ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ اللهُ اَنْ اُخْرِجَ , ثُمَّ يُنَادِي الْبَاقُوْنَ: يَا
مُحَمَّدُ! نَنْشُدَكَ الشَّفَاعَةَ , فَارْجِعُ اِلَى الرَّبِّ فَاسْتَأْذَنُ فَيُؤْذَنُ لِيْ فَاَسْجُدُ
فَيُقَالُ لِيْ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ , وَ سَلْ تُعْطِهِ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ , فَاُثْنِيْ عَلَى اللهِ بِثَنَاءٍ
لَمْ يَثْنِ عَلَيْهِ اَحَدٌ , اَقُوْلُ: ثُمَّ قَوْمٌ مِنْ اُمَّتِيْ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ ,
فَيَقُوْلُ: اِنْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهُمْ , قَالَ: فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ , اُخْرِجُ مَنْ قَالَ: لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللهُ , وَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ حَبَّةٌ مِنْ اِيْمَانٍ , قَالَ: فَيَقُوْلُ: يَا مُحَمَّدُ !
لَيْسَتْ تِلْكَ لَكَ , تِلْكَ لِيْ , قَالَ: فَانْطَلِقُ وَ اُخْرِجُ مَنْ شَاءَ اللهُ اَنْ اَخْرِجَ ,
قَالَ: وَ يَبْقٰى قَوْمٌ فَيَدْخُلُوْنَ النَّارَ , فَيُعِيْرُهُمْ اَهْلُ النَّارِ , فَيَقُوْلُوْنَ:
اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اللهَ وَ لَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اَدْخَلُكُمُ النَّارَ , فَيَحْزُنُوْنَ
لِذٰلِكَ , قَالَ: فَيَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ فَيَنْضِحُ بِهَا فِي النَّارِ , وَ
يُغْبِطُهُمْ اَهْلُ النَّارِ , ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ وَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ: اِنْطَلِقُوْا
فَتَضَيَّفُوا النَّاسَ , فَلَوْ اَنَّهُمْ جَمِيْعُهُمْ نَزَلُوْا بِرَجُلٍ وَاحِدٍ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ
سَعَةً وَ يُسَمُّوْنَ الْمُحَرَّرِيْنَ.

অর্থ: “আমার উম্মতের একদলের ব্যাপারে জাহান্নামের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, অতঃপর তারা বলবে : হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার

নিকট শাফায়াতের সন্ধান চাচ্ছি। তিনি বলেন : অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিব, তারা যাতে তাদেরকে নিয়ে অবস্থান করে। তিনি বলেন : অতঃপর আমি ছুটে যাব এবং আমার রব আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব, অতঃপর তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন, তারপর আমি সাজদায় অবনত হব এবং আমি বলব : হে আমার রব! আমার উম্মতের একদলের ব্যাপারে জাহান্নামের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে! তিনি বলেন : তখন তিনি আমাকে বলবেন: আপনি যান এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসুন। তিনি বলেন : অতঃপর আমি যাব এবং তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ যাকে বের করে নিয়ে আসতে চান, আমি তাকে বের করে নিয়ে আসব।

অতঃপর অবশিষ্টগণ ডাকবেন: হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার নিকট শাফায়াতের সন্ধান চাচ্ছি; অতঃপর আমি পুনরায় আমার রবের নিকট ফিরে যাব। তারপর আমি তার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করব, অতঃপর তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন। তারপর আমি সাজদায় অবনত হব, তখন আমাকে বলা হবে : আপনি আপনার মাথা উঠান এবং চান, আপনাকে তা দেয়া হবে; আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ সাদরে গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি এমন প্রশংসার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব, এভাবে কোনো দিন কেউ তাঁর প্রশংসা করেনি; আমি বলব : অতঃপর আমার উম্মতের একদলের ব্যাপারে জাহান্নামের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি বলবেন : আপনি যান এবং তাদের থেকে বের করে নিয়ে আসুন। তিনি বলেন : অতঃপর আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে বের করে নিয়ে আসব, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) বলেছে এবং যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছে; তিনি বলেন : অতঃপর তিনি বলবেন, হে মুহাম্মদ! এটা আপনার জন্য নয়, এটা আমার জন্য। তিনি বলেন : অতঃপর আমি যাব এবং তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ যাকে বের করে নিয়ে আসতে চান, আমি তাকে বের করে নিয়ে আসব। তিনি বলেন : একদল অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

অতঃপর জাহান্নামবাসীগণ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবে : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তার সাথে শিরক করতে না, তিনি তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করালেন! তিনি বলেন : অতঃপর তারা এ জন্য দুঃখ পাবে ও চিন্তিত হয়ে পড়বে। তিনি বলেন : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এক অঞ্জলি পানিসহ একজন ফিরিশতা পাঠাবেন। অতঃপর সে তা দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে সিক্ত করবে এবং জাহান্নামবাসীগণ তাদের ব্যাপারে ঈর্ষা করবে। অতঃপর তারা বের হয়ে আসবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর বলা হবে : তোমরা যাও এবং জনগণের মেহমান হয়ে যাও; তারপর যদি তারা সকলেই এক লোকের নিকট অবতরণ করে, তাহলেও তার নিকট তাদেরকে ধারণ করার মতো ক্ষমতা থাকবে। আর তাদেরকে 'মুক্তিপ্রাপ্ত' বলে আখ্যায়িত করা হবে।"[৪১]

হাফেয ইবনে কাছীর বলেন : এই হাদিসটি দাবি করে ঐসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ শাফায়াত তিনবার হওয়া, যাদের ব্যাপারে জাহান্নামের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, যাতে তারা সেখানে প্রবেশ না করে; আর তাঁর কথা أُخْرِجْ মানে হলো : বাঁচাও; এর দলিল হলো তাঁর পরবর্তী কথা: وَ يَبْقَى قَوْمٌ فَيَدْخُلُونَ النَّارَ (একদল অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে)। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সঠিক বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

---

[৪১] . আবু বকর ইবন আবিদ্দুনিয়া, আল-আহওয়ালুন (اَلْأَهْوَالُ) ; আর এটি হাসান হাদিস, তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তির জন্য শাফায়াত

রাসূল ﷺ-এর ওপর দুনিয়াতে যে কাফের উপকার করেছিল, তাদের জন্য রাসূল ﷺ আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ করবে। যার ফলে জাহান্নামে তাদের শাস্তি হালকা হবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُه.

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে তাঁর চাচা আবু তালিবের প্রশংসা উত্থাপিত হলে তিনি বলেন- আশা করা যায়। কিয়ামতের দিবসে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। তাকে অগ্নির উপরিভাগে রাখা হবে। অগ্নি তার দুপায়ের গোড়ালী–পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তার মস্তিস্ক টগবগ করতে থাকবে। (মুসলিম-৪০৬)

৩৪. যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে

আবূ সা'ঈদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

إِنَّ رَبِّيْ وَعَدَنِيْ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَشْفَعُ كُلُّ أَلْفٍ لِسَبْعِيْنَ أَلْفًا, ثُمَّ يَحْثِيْ رَبِّيْ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِكَفَّيْهِ كَذَا قَالَ قَيْسٌ: فَقُلْتُ لِأَبِيْ سَعِيْدٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ, بِأُذُنِيْ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ, قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: قَالَ يَعْنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ يَسْتَوْعِبُ مُهَاجِرِيْ أُمَّتِيْ وَيُوَفِّي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَقِيَّتَهُ مِنْ أَعْرَابِنَا.

অর্থ: "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ

করবে; আর প্রতি হাজার উম্মত সুপারিশ করবে আরও সত্তর হাজার উম্মতের জন্য। অতঃপর আমার প্রতিপালক তাঁর দুই হাতের তালু দ্বারা তিন অঞ্জলি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।" কায়েস অনুরূপ বলেছেন; অতঃপর আমি আবূ সা'ঈদকে বললাম : আপনি কি এই হাদিসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? জবাবে সে বলল : হ্যাঁ, আমি আমার নিজ কানে শুনেছি এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে। আবূ সা'ঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "আর এটা আল্লাহ চায় তো তিনি আমার উম্মতের (সকল) মুহাজিরকে শামিল করবেন এবং আল্লাহ তার বাকিটা পূর্ণ করবেন আমাদের বেদুঈনদের মধ্য থেকে।"[৩৯]

[আবূ সা'ঈদ বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার হিসাব হলো এবং তা চল্লিশ কোটি নব্বই হাজারে পৌঁছালো]।

ইবনে মুহাইরিয থেকে বর্ণিত। তিনি সুনাবিহী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উবাদা ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সুনাবিহী র.) বলেন—

دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ: مَهْلاً لِمَ تَبْكِي ؟ فَوَاللهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لَاَشْهَدَنَّ لَكَ , وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَاَشْفَعَنَّ لَكَ , وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَاَنْفَعَنَّكَ , ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيْهِ خَيْرٌ اِلاَّ حَدَّثْتُكُمُوْهُ اِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا , وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوْهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيْطَ بِنَفْسِيْ , سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

অর্থ: "আমি উবাদার কাছে গেলাম, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি আমাকে বললেন, চুপ থাক, কাঁদছ কেন? আল্লাহর

---

[৩৯] . ইবনু আবি 'আসেম, আস-সুন্নাহ' (২/৩৫৮): তাবরানী আবু আহমদ হাকেম; আর হাফেয ইবনে হাজার 'আল-ইসাবা' গ্রন্থের মধ্যে হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

শপথ! যদি আমাকে সাক্ষী বানানো হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেব; যদি আমাকে সুপারিশকারী বানানো হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব এবং যদি আমার সাধ্য থাকে, তবে আমি তোমার উপকার করব। তারপর উবাদা ﷺ বলেন, আল্লাহ শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রুত একটি ছাড়া সব হাদিসই তোমাদেরকে শুনিয়েছি, যাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। তোমাদের কাছে সে হাদিসটি আজ বর্ণনা করছি। কেননা আজ আমি মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।"[৪০]

৩৫. শাফায়াত কাফেরদের জন্য বেদনা

গুনাহগার মুসলমানদেরকে সুপারিশ করে জাহান্নাম থেকে বের করতে দেখে কাফেররা আফসোস করে বলবে, হায়! আমরাও যদি মুসলমান হতাম-

হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا يَزَالُ اللهُ يَشْفَعُ وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ وَيَرْحَمُ وَيَشْفَعُ حَتّٰى يَقُوْلُ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَذَاكَ حِيْنَ يَقُوْلُ (رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ).

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বদাই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সুপারিশের উসিলায় জাহান্নাম থেকে বের

৪০ . মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি ঈমানসহ তার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম তার জন্য হারাম হয়ে যাবে (بَابُ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِالْاِيْمَانِ وَهُوَ وَغَيْرُ شَاكٍّ فِيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَى النَّارِ) , হাদিস নং-১৫১; তিরমিযী (৪/১৩২); আহমদ (৬/১৩৮)।

করে জান্নাতে প্রবেশ করাতে থাকবেন। তিনি ধারাবাহিকভাবেই অনুগ্রহ ও দয়া (মুসলমানদের ওপর) করতে থাকবেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যারা মুসলমান তোমরা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন অবস্থা এমন হবে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, " কোন সময় কাফেররা আকাঙ্খা করবে যে, কি চমৎকার হতো, যদি তারা মুসলমান হতো"।

(সূরা হিজর : আয়াত-২) (হাকীম)

যখন মুসলমান ও মুশরিক জাহান্নামে এক সাথে থাকবে তখন মুশরিকরা মুসলমানদেরকে নিয়ে নিন্দা করবে যে, এক আল্লাহর বিশ্বাসে তোমাদের কোনো উপকারে আসে না। তখনই আল্লাহ তায়ালা যাদের কোনো নেক আমল নেই এমন লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন আর এভাবে তাদেরকে লজ্জিত করবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِيْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ, قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((وَفَرَغَ اللّٰهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَاَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ اُمَّتِي النَّارَ, فَيَقُوْلُ اَهْلُ النَّارِ : مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ اَنَّكُمْ تَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ شَيْئًا؟ فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ فَبِعِزَّتِيْ لَاَعْتَقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ, فَيُرْسِلُ اِلَيْهِمْ فَيُخْرَجُوْنَ وَقَدِ امْتُحِشُوْا فَيَدْخُلُوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ, فَيَنْبِتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تُنْبِتُ الْحَبَّةُ فِيْ غُثَاءِ السَّيْلِ , وَيَكْتُبُ بَيْنَ اَعْيُنِهِمْ : هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ , فَيَذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ, فَيَقُوْلُ لَهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ : هٰؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّوْنَ, فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ : بَلْ هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাফায়াত বিষয়ক হাদীসে রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিসাব নিকাশ থেকে অবসর হবেন এবং আমার উম্মতের অবশিষ্ট লোক (যাদের ওপর জাহান্নাম অত্যাবশ্যক) জাহান্নামবাসীদের (কাফির ও মুশরিক) সাথে থাকবে তখন কাফির ও মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলবে,

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করেছিলে কিন্তু এখন সে ইবাদত তোমাদের কোনো উপকারে আসে না।"

আল্লাহ তায়ালা বলবেন- আমার ইজ্জতের কসম! আমি এদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে অবশ্যই মুক্তি দেব।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এদের কাছে ফেরেশতা পাঠাবেন, তারা এদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। এরা জ্বলে পুড়ে কয়লার মত হয়েছিল, এরপর তাদেরকে জান্নাতের দ্বারদেশে "নাহরুল হায়াত" নামক একটি নদীতে ডুব দিয়ে সজীব হয়ে বের করা হবে যেমন আবর্জনাময় তেজা মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে। তাদের চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে, "এরা আল্লাহর আযাদকৃত লোক।" তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জান্নাতবাসী তাদেরকে জাহান্নামী বলে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (এরা জাহান্নামী) না; বরং এরা عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ -পরাক্রমশীলের আযাদকৃত। (মুসনাদে আহমদ)

৩৬. ইমাম ইবরাহীম আল-হারবী'র বিস্ময়কর কাহিনী

মুহাম্মদ ইবনে খালফ ওকী বলেন : ইবরাহীম আল-হারবী'র এক ছেলে ছিল। আর তার বয়স ছিল এগার বছর। সে আল-কুরআন হিফয (মুখস্থ) করেছে এবং তিনি তাকে ইলমুল ফিকহের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে খালফ) বলেন : সে (ছেলেটি) মারা গেল। তারপর আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আসলাম। তিনি বলেন : তারপর তিনি (ইবরাহীম আল-হারবী) আমাকে বললেন : "আমি আমার এই ছেলের মৃত্যু কামনা করেছিলাম। তিনি বললেন: আমি বললাম: হে আবূ ইসহাক (ইসহাকের পিতা) ! আপনি দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ আলেম, আপনি একটি সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় শিশুর ব্যাপারে এই কথা বলছেন। অথচ আপনি তাকে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মনে হচ্ছে যেন কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে এবং কতগুলো শিশু, যাদের হাতে মূল্যবান পাত্র, তাতে রয়েছে পানি, যা তারা মানুষকে পান করাচ্ছে, আর দিনটি মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন অতঃপর আমি তাদের

একজনকে বললাম, এই পানি থেকে আমাকে পান করাও তিনি বলেন: তখন সে আমার দিকে তাকাল এবং বলল: আপনি আমার পিতা নন; তখন আমি বললাম: তোমরা কারা? তখন সে বলল: আমরা ঐসব শিশু, যারা দুনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছি এবং আমাদের পিতাদেরকে পেছনে রেখে এসেছি, আমরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাবো, তারপর তাদেরকে পানি পান করাব। তিনি বলেন : এ জন্যই আমি তার মৃত্যু কামনা করেছি।"[৫৪]

সাবেত আল-বুনানী থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে বলতে শুনেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ الرَّجُلَ يَشْفَعُ لِلرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالرَّجُلُ لِلرَّجُلِ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তি ও তিন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে; আর সুপারিশ করতে পারবে এক ব্যক্তি কমপক্ষে এক ব্যক্তির জন্য।"[৫৫]

ইমরান ইবন 'উতবা আয-যিমারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন-

دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ : أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ».

অর্থ: "আমরা এতীম অবস্থায় উম্মু দারদার নিকট হাযির হলাম। তখন তিনি বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ, আমি আবূ দারদাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শহীদ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে সত্তরজনের ব্যাপারে সুপারিশ করবে।"[৫৬]

---

[৫৪]. এটি একটি ব্যক্তিগত ইজতেহাদ। এর ওপর তিত্তি করে যেন কেউ তার সন্তানদের মৃত্যু কামনা না করে। কারণ, সন্তানরা আল্লাহর নেআমত। তারা কোন অবস্থায় বেশি কাজে আসবে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন। হয়ত: এমন হবে যে, সে সন্তান বড় হয়ে জগদ্বিখ্যাত আলেম হবে ও ভালো কাজ করবে এবং তার পিতা-মাতা তার কর্মকাণ্ডকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবরে বসে পেতে থাকবে।

[৫৫]. ইবনু খুযাইমা, পৃ. ৩১৫; তার সনদ সহীহ।

[৫৬]. আবূ দাউদ (৩/৩৪); ইবনু হিব্বান, পৃ. ৩৮৮; বায়হাকী (৯/১৬৪); আলবানী তার সহীহ আল-জামে (صَحِيْحُ الْجَامِعِ)-এর মধ্যে হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং-৪৯৭৯

আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ, فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِيْ فَضْلِ الْحَجِّ وَفِيْهِ: « إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ لَهُمْ عِنْدَ وُقُوْفِهِمْ بِعَرَفَةِ: أَفِيْضُوْا عِبَادِيْ مَغْفُوْرًا لَكُمْ, وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ.

অর্থ: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। তারপর তিনি হাজ্জের ফযীলত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাতে ছিল : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের ময়দানে তাদের অবস্থানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : আমার বান্দাদেরকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় আরাফাত থেকে নিয়ে যাও, আর তাদের জন্যও যাদের জন্য তোমরা সুপারিশ করবে।"[৫৯]

---

[৫৯]. আল-বাযার, কাশফুল আসতার (২/৮); হাইছামী, আল-মাজমা (৪/২৭৫); আল-বাযার বর্ণনা করেন যে, হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

৩৭. শাফায়াতের ব্যাপারে কতিপয় বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস

(١) وَمَنْ قَضَى لِأَخِيْهِ حَاجَةً كُنْتُ وَاقِفًا عِنْدَ مِيْزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وَإِلَّا شَفَعْتُ لَهُ.

১. অর্থ: বলা হয়ে থাকে, রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে আমি তার দাঁড়িপাল্লার নিকট দাঁড়িয়ে থাকব। যদি দাঁড়িপাল্লা (তার পক্ষে) ভারি না হয় তাহলে আমি তার জন্য সুপারিশ করব।[৬০]

(٢) مَنْ مَشَى فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِيْنَ سَيِّئَةً إِلَى أَنْ يَّرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَارَقَهُمْ فَإِنْ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ عَلَى يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَإِنْ هَلَكَ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

২. অর্থ: যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে পথ চলবে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্যে প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সত্তরটি সওয়াব লিখে দিবেন। আর তার থেকে সত্তরটি গুনাহ মুছে দিবেন- যেখান হতে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো (চলা শুরু করেছিলো) সেখানে পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত। অত:পর তার হাতে যদি তার (মুসলিম ভাইয়ের) প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে সে তার গুনাহসমূহ থেকে সে দিনের ন্যায় বেরিয়ে যাবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো। আর যদি এর মাঝেই সে মারা যায় তাহলে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬১]

(٣) أَنَا شَفِيْعٌ لِكُلِّ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللهِ مِنْ مَبْعَثِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

---

[৬০]. হাদীসটিকে আবু নু'য়াঈম "হিলইয়্যাতুল আওলিয়্যাহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। [হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন "য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ" (৭৫১)

[৬১]. হাদীসটিকে খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (১/৯০ নং ৫৫) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি খুবই দুর্বল, দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্ অলমাওযূ'আহ্" (৫২৭৩) ও "য'ঈফুত তারগীব অত্তারহীব" (১৫৭৭)।

৩. অর্থ: (কথিত হাদীসে বলা হয়ে থাকে যে,) রাসূল ﷺ বলেছেন : আমি সুপারিশ করব প্রত্যেক সে দু'ব্যক্তির জন্যে, আমার (নবী হিসেবে) প্রেরণের সময় থেকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (এ সময়ের মধ্যে) যারা দু'জন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসবে।[৬২]

(٤) مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

৪. অর্থ: যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্যে আমার শাফা'য়াত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৬৩]

(٥) عَنْ اَبِيْ مُوْسَى ﷺ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْحَاجُّ يَشْفَعُ فِيْ اَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ اَوْ قَالَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَيُخْرِجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

৫. অর্থ: আবু মূসা (আ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী ﷺ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হাজী ব্যক্তি তার পরিবারের চারশত ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করবে এবং তার (তাদের) গুনাহসমূহ থেকে সে দিনের ন্যায় বের করে নিয়ে আসবে যেদিন তাকে তার মা প্রসব করেছিলো।[৬৪]

(٦) عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَشْهَدُوْا هَذَا الْحَجَرَ خَيْرًا فَاِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ.

৬. অর্থ: আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা এ (কালো) পথকে কল্যাণকর হিসেবে সাক্ষী রাখো। কারণ সে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে এবং তার সুপারিশ গৃহীত

---

[৬২]. আবু নুয়াঈম "হিলাইয়্যাতুল আওলিয়্যাহ": গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। [হাদীসটি বানোয়াট, বিস্তারিত দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্" (১৭২৩)।

[৬৩]. হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন "য'ঈফু জামে'ইস সাগীর" (৫৬০৭)।

[৬৪]. হাদীসটি দুর্বল, "য'ঈফুত তারগীব অত্তারহীব" (৬৮৯) ও "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্" (৫০৯২)।

হবে। তার একটি (অন্য বর্ণনায় এসেছে দু'টি) যবান হবে এবং দু'টি ঠোঁট হবে। সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে যে তাকে চুমু দিয়েছে।[৬৫]

(৭) اَوَّلُ مَن يَّشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.

৭. অর্থ: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নবী অত:পর আলেম অত:পর শহীদগণ সুপারিশ করবেন।[৬৬]

(৮) مَنْ حَفِظَ عَلَى اُمَّتِيْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِنَ السُّنَّةِ كُنْتُمْ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৮. অর্থ: আমার উম্মতের যে ব্যক্তি সুন্নতের মধ্য থেকে চল্লিশটি হাদীস হেফ্য করবো কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি সুপারিশকারী এবং সাক্ষী স্বরূপ হবো।[৬৭]

(৯) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ فِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَا الْقُرْاٰنَ وَحَفِظَهُ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اِسْتَوْجَبُوا النَّارَ.

৯. অর্থ: আলী ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং মুখস্ত করবে তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (জান্নাত দিবেন) এবং তার বাড়ির

---

৬৫ . এ ভাষায় হাদীসটি দুর্বল ও মুনকার। দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্" (২৭৮৫), "য'ঈফু জামে'ঈস সাগীর" (৮৮০) ও 'যঈফুত তারগীর অত্তারহীব' (৭২৭)। সহীহ ভাষাটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৬ . হাদীসটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন "য'ঈফু ইবনে মাজাহ্" (৪৩১৩), "মিশকাত" তাহকীক্ব আলবানী (৫৬১১), "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্" (১৯৭৮, ২১১১), "য'ঈফু জামেউস সাগীর" (২১৪৮, ৬৪২৮)। উল্লেখ্য নবীগণ এবং শহীদগণ কর্তৃক সুপারিশ করা মর্মে পৃথকভাবে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক সাথে এভাবে হাদীসটি বানোয়াট। এ বানোয়াট হাদীসটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের তিন শ্রেণির লোক সুপারিশ করবে: নবী, আলেমও শহীদগণ। কিন্তু এ ভাষাতেও এটি বানোয়াট। দেখুন "য'ঈফ ইবনে মাজাহ্" (৪৩১৩) এবং পূর্বোক্ত গ্রন্থের নাম্বার গুলো।

৬৭ . হাদীসটি বানোয়াট। দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্" (৪৫৮৯), "যঈফু জামেউস সাগীর" (৫৫৬০)।

এমন দশজনের পক্ষ থেকে তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের সবার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।[৬৮]

(১০) مَنْ زَارَنِيْ فِيْ مَمَاتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ حَيَاتِيْ, وَمَنْ زَارَنِيْ حَتّٰى يَنْتَهِيْ إِلٰى قَبْرِيْ كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيْدًا اَوْ قَالَ شَفِيْعًا.

১০. অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে মারফু' হিসেবে (কথিত হাদীসে) বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারত করলো সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমাকে যিয়ারত করল। আর যে আমাকে যিয়ারতের উদ্দেশ্য আমার কবরের নিকট পর্যন্ত যাবে তার জন্য কিয়ামতের দিন আমি সাক্ষী হবো অথবা বলেন, সুপারিশকারী হবো।[৬৯]

(১১) عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

১১. অর্থ: রূওয়াইফি ইবনে সাবেত আনসারী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন অআনযিলহুল মাক'আদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতি' বলবে। তা জন্যে আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৭০]

(১২) مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

---

[৬৮]. হাদীসটি ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি খুবই দুর্বল, দেখুন "য'ঈফ ইবনে মাজাহ্" (২১৬), "য'ঈফুত ভারগীব অত্তারহীব" (৮৬৮) ও "য'ঈফু জামেউস সাগীর" (৫৭৬১)। একটু ভিন্ন ভাষায় কিছু বৃদ্ধি করে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটিও খুবই দুর্বল।

[৬৯]. হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'আফাউল কাবীর" গ্রন্থে (হা/১৬৬৪) উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী, ইমাম যাহাবী প্রমুখ হাদীসটিকে বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন 'দিফা' আনিল হাদীসিন্নাবাবী অস সীরাহ্" গ্রন্থে (পৃ: ১০৮) ও "ইরওয়াউল গালীল" (৪/৩৩৫)।

[৭০]. হাদীসটি দুর্বল। দেখুন "য'ঈফুত তারগীব অত্তারহীব" (১০৩৮) ও "যিলালুল জান্নাহ" (৮২৭)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে : রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর দূরূদ পাঠ করবে। অত:পর বলবে : আল্লাহুম্মা আনযিলহুল মাক'আদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতি' তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৭১]

(١٣) لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا, كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ, الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ: রাসূল ﷺ বলেন : উসমান ইবনে আফ্ফানের শাফা'য়াতের (সুপারিশের) দ্বারা এমন ধরনের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের প্রত্যেকের ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো।[৭২]

(١٤) مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ اَنْمِلَتَيِ السَّبَابَتَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ .... الخ وَاَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

১৪. অর্থ: রাসূল ﷺ বলেন : মুয়ায্যিন কর্তৃক 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ " বলার সময় দু'তর্জনী অংগুলির তেতরের অংশ দ্বারা যে ব্যক্তি দু'চোখ মাসেহ করবে তার জন্য রাসূল ﷺ-এর শাফা'য়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৭৩]

(١٥) عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৫. অর্থ: আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে আমার প্রতি দশবার দুরূদ পাঠ করবে আর

---

[৭১]. এ ভাষায় ইমাম আহমাদ (১৬৫৪৩), ও তাবরানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৭/৩৮৩ নং ৩৪১৩) বর্ণনা করছেন। কিন্তু এটিও দুর্বল্ দেখুন "সিলসিলাহ য'ঈফাহ্" (৫১৪৪), "মিশকাত" (৯৩৬)]। দূরূদ পাঠের ফাযীলত মর্মে পূর্বে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে সহীহ নয়।

[৭২]. হাদীসটি দুর্বল ও মুনকার, দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্ অলমাওযূ'আহ্" (৪৩৭১, ৫২১২), "য'ঈফুল জামেউস সাগীর" (৪৮৭৪)]

[৭৩]. হাদীসটি সহীহ নয়, দেখুন "য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ" (৭৩)।

সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশবার দুরুদ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'য়াত লাভ করবে ।[৭৪]

উল্লেখ্য এ হাদীসটিকে আমি আমার প্রথম লিখায় সহীহ্ হাদীসগুলোর মধ্যে লিখলেও পরবর্তীতে এ হাদীস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে গিয়ে দেখলাম হাদীসটি সহীহ্ নয়; বরং দুর্বল। এ কারণে দুর্বলগুলোর অন্তর্ভুক্ত করলাম।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের মাঝে বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস পরিত্যাগ করার মানসিকতা সৃষ্টি করুন। সকল প্রকার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখুন। বাপ-দাদার যুগ থেকে করে আসছি এরূপ শিরক কথা বলা থেকে হেফাযাত করুন।
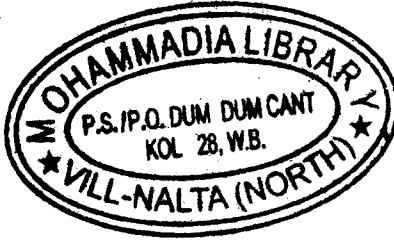
[৭৪]. হাদীসটিকে শাইখ আলবানী "সহীহ্ জামেউস সাগীর" (৬৩৫৭) হাসান আখ্যা দিলেও পরবর্তীতে তিনি এটিকে "য'ঈফুত তারগীব অত্তারহীব" গ্রন্থে (৩৯৬) এবং "সিলসিলাহ্ য'ঈফা"গ্রন্থে (৫৩৮৮) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন]।

৩৮. উসিলার পরিচয়

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থ, আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। (সূরা মায়েদা : ৩৫)

শাব্দিক অর্থ

وَسِيْلَةٌ শব্দটি وَسْلٌ ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। মাধ্যম চাওয়া, উসিলা ধরা, অবলম্বন করা, মূল লক্ষ্যে পৌঁছা, নৈকট্যলাভ, উছিলা, কারণ, উপায়, মাধ্যম, অবলম্বন, ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এ শব্দটি ص,س উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وَصْلٌ এর অর্থ যে কোনরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وَسْلٌ এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।

(ছেহাহ, জওহরী, মুফরাদাতুল কোরআন)

তাই وَصْلَةٌ ও وَصِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করা-তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে।

পক্ষান্তরে وَسِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। (লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল কুরআন) وَسِيْلَةٌ শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মণীষী, ছাহাবী ও তায়েবীগণ এবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত وَسِيْلَةٌ শব্দের তফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হোযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর আ'তা (রহ:), মুজাহিদ (রহ.) ও হাসান বসরী (রহ:) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

পারিভাষিক পরিচয়

১. আল্লামা যামাখশারী বলেন : ওয়াসিলা হচ্ছে এমন জিনিস, যার দ্বারা কোনরূপ নৈকট্য লাভ করা যায়। তা হচ্ছে ইবাদত ও আনুগত্যের কাজ করা এবং নাফরমানী ত্যাগ করা।

২. আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী বলেন : ওয়াসিলা তা যার সাহায্যে পৌঁছা যায় এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। তা হল ইবাদত বন্দেগী করা এবং নাফরমানী ত্যাগ করা।

৩. ইমাম সূয়তীর মতে : ওয়াসিলা হল সেই আনুগত্য ইবাদত, যা তোমাদেরকে তার নিকটবর্তী করে দেয়।

৪. ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ:)-এর মতে ওয়াসিলা হল এমন জিনিস যার সাহায্যে কোন জিনিসের নিকট আগ্রহ সহকারে পৌঁছা যায়।

৫. আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন : ওয়াসিলা এমন জিনিস যার সাহায্যে মূল লক্ষ্যে পৌঁছা যায়।

৬. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযীর মতে : নেক আমলের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করাকে وَسِيْلَةٌ বলে।

৭. তাফসীরে ফতহুল বয়ানে বলা হয়েছে : ওয়াসিলা জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদা, যা রাসূল ﷺ-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

৮. আল্লামা আলুসী বলেছেন : তোমরা আল্লাহমুখী হয়ে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাও। কেননা আসমান জমীনের সব চাবিই তার হাতে এবং আর কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে তোমরা প্রয়োজন পূরণ করতে যেয়ো না।

এ আয়াতের তফসীরে কাতাদাহ (রহ:) বলেন-

تَقَرَّبُوْا اِلَيْهِ بِطَاعَتِهٖ وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضِيْهِ

অর্থ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারকথা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক ছহীহ, হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসীলা'। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্যে ওসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যত: এর পরিপন্থী। এর উত্তর এই যে, হেদায়াতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাঁর মকতুবাত গ্রন্থে এবং কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওসীলা শব্দটিতে প্রেম ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা।

কেননা, কুরআন বলে- فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহর তোমাদেরকে মহব্বত করবেন। তাই এবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহর মহব্বত সে ততবেশী অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যতবেশি বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও ততবেশি অর্জিত হবে।

ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর এবং বিভিন্ন আলেমের অভিমতের ভিত্তি থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্যে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়।

ইমাম শাওকানী (র) বলেন; অসীলা শব্দটি নৈকট্য লাভের অর্থ বুঝায়, তা ছাড়া সংযম (তাক্বওরা) ও অন্যান্য ভালো কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম কর্ম করা থেকে বিরত থাকার দ্বারাও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। কেননা নিষিদ্ধ ও হারাম কর্ম বর্জন করাও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। কিন্তু অজ্ঞরা প্রকৃত অসীলাকে বাদ দিয়ে কবরে সমাধিস্থ মানুষদেরকে নিজেদের অসীলা বানিয়ে নিয়েছে; যার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই।

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ অর্থ, আর তোমরা তার পথে লড়াই (জিহাদ) করো। আরবী جَهْدٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নিছক 'প্রচেষ্টা ও সাধনা' অর্থ বুঝানোর জন্য আর 'মুজাহাদা' (اَلْمُجَاهَدَةُ) শব্দটির মধ্যে মুকাবিলার শর্ত পাওয়া যায়। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে : যেসব শক্তি আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা তোমাদের আল্লাহর মর্জি অনুসারে চলতে বাধা দেয় এবং তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, যারা তোমাদের পুরোপুরি আল্লাহর বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে দেয় না এবং নিজের যা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বান্দা হবার জন্য তোমাদের বাধ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাও। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ওপর তোমাদের সাফল্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ নির্ভর করছে।

এভাবে এ আয়াতটি মুমিন বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চতুর্মুখী ও সর্বাত্মক লড়াই করার নির্দেশ দেয়। একদিকে আছে অভিশপ্ত ইবলীস এবং তার

শয়তানী সেনাদল। অন্যদিকে আছে মানুষের নিজের নফস ও তার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি। তৃতীয় দিকে আছে এমন এক আল্লাহ বিমুখ মানব গোষ্ঠী যাদের সাথে মানুষ সব ধরনের সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে সূত্রে বাঁধা। চতুর্থ দিকে আছে এমন ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর এবং তা সত্যের আনুগত্য করার পরিবর্তে মিথ্যার আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্য করে। এদের সবার কৌশল বিভিন্ন কিন্তু সবার চেষ্টা একমুখী। এরা সবাই মানুষকে আল্লাহ পরিবর্তে নিজের অনুগত করতে চায়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং ভিতরে থেকে বাইর পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর নির্ভেজাল বান্দার পরিণত হয়ে যাওয়ার ওপরই তার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মর্যাদার উন্নীত হওয়া নির্ভর করে, কাজেই এ সমস্ত প্রতিবন্ধক ও সংঘর্ষশীল শক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রামমূখর হয়ে, সবসময় ও সব অবস্থায় তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে এবং এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে বিধ্বস্ত ও পর্যদস্ত করে আল্লাহর পথে অগ্রসর না হলে নিজের অভীষ্ট লক্ষে পৌছানো তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর এটাও উসিলার দ্বিতীয় মাধ্যম।

৩৯. ইসলামি দৃষ্টিকোণ : উসিলা গ্রহণ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-৩৫)

বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে বা ইসলাম সম্পর্কে উদাসীনতার কারণে ইসলাম ধর্মের নামে অনেক অনাচার, কুসংস্কৃতি, শিরক ও বিদআত প্রচলিত আছে ও প্রচলন ঘটছে। এর মধ্যে একটি হলো, অলী আওলিয়াদের উসিলা দিয়ে দুআ-প্রার্থনা করা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তারা ভালো-মন্দ কিছু করতে পারে বলে বিশ্বাস রাখা, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করা যাবে বলে বিশ্বাস করা। এ উদ্দেশ্যে তাদের কবর যিয়ারত করা, তাদের কবর তওয়াফ করা, কবরে উরস উৎসব আয়োজন করা ইত্যাদি। অনেক মুসলিম এ সকল কাজ এ ধারণার ভিত্তিতেই করে যে, এই কবরে শায়িত অলী আওলিয়ারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলে আল্লাহর রহমত লাভ করা যাবে। অথবা তাদেরকে উসিলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। তাদেরকে উসিলা হিসাবে গ্রহণ করতে যেয়ে তারা তার মাধ্যমে বা তার নামে বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করে আল্লাহর কাছে। অনেকে সরাসরি তাদের কাছেই নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করে। তারা মনে করে এ ধরনের উসিলা গ্রহণ করতে ইসলামে নিষেধ নয়; বরং এদের অনেকে মনে করে এ ধরনের উসিলা গ্রহণ ইসলামে একটি ভালো কাজ।

কিন্তু আসলে উসিলা গ্রহণ কী? এর বৈধতা কতটুকু?

সত্যিকার উসিলা হলো, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুসরণের মাধ্যমে সৎকর্ম করা আর নিষিদ্ধ ও হারাম কথা-কর্ম থেকে

বেঁচে থাকা। আর নেক আমল সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হলো সত্যিকার উসিলা। তা ছাড়া আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলির মাধ্যমে উসিলা গ্রহণের কথা আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন। কিন্তু

১. মৃত অলী আওলিয়াদের কবরের কাছে যাওয়া।

২.কবর তওয়াফ করা।

৩. কবরে-মাজারে মানত করা।

৪. কবরে শায়িত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা।

৫. তার কাছে নিজের অভাব অভিযোগের কথা বলা ইত্যাদি কাজ-কর্মের মাধ্যমে উসিলা গ্রহণ শুধু নিষিদ্ধই নয়; বরং এগুলো শিরক ও কুফরী। এ গুলোতে কেহ লিপ্ত হলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নাউজুবিল্লাহ!

এ গেল মৃত অলী আওলিয়াদের উসিলা গ্রহণ সম্পর্কে। আবার অনেকে জীবিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নাজায়েয উসিলা গ্রহণ করে থাকে। তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকে। যেমন গরু, ছাগল, মুরগি জবেহ করার সময় বলে থাকে; আমাদের পীর সাহেবের নামে বা আমার বাবার নামে জবেহ করলাম। অথবা নিজের পীর বা পীরের পরিবারের লোকদের সম্মানের জন্য সাজদা করে থাকে। এগুলো সবই শিরক এবং শিরকে আকবর বা বড় শিরক। অনেকে নিজের জীবিত পীর ফকীরদের সম্পর্কে ধারণা করে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে তার বিশেষ যোগাযোগ বা সম্পর্কে আছে, তাই তার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া যাবে, এটাও শিরক। যারা একদিন লাত উজ্জা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করতো, তারা কিন্তু এ বিশ্বাস করতো না যে এগুলো হলো তাদের প্রভু বা সৃষ্টিকর্তা; বরং তারা বিশ্বাস করতো এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বা তাদেরকে উসিলা হিসাবে গ্রহণ করে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। তারা এটাও বিশ্বাস করতো না যে, এ সকল দেব-দেবী বৃষ্টি দান করে বা রিযক দান করে। তারা বলতো-

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

অর্থ: আমরা তো তাদের ইবাদত করি এ জন্য যে তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। (সূরা-যুমার : আয়াত- ৩)

তারা এ সম্পর্কে আরো বলতো- هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ.
অর্থ: এরা (দেব-দেবী) আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।
(সূরা ইউনুস : আয়াত : ১৮)

দেখা গেল তারা এ উসিলা গ্রহণের কারণেই শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লো। আর এ শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াতের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণকে পাঠালেন যুগে যুগে, প্রতিটি জনপদে। এ সকল দেব-দেবীর কাছে যেমন প্রার্থনামূলক দুআ করা শিরক তেমনি সাহায্য প্রার্থনা করে দুআ করাও শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.

অর্থ: বল তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে করতো। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। (সূরা ইসরা, আয়াত : ৫৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.

অর্থ: বল তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহবান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে অণু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয়। আর এ দুয়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কোনো সুপরিশ কোনো কাজে আসবে না। (সূরা : সাবা, আয়াত : ২২-২৩)

এ সকল আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন : আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা হয়, যাদের কাছে দুআ-প্রার্থনা করা হয় তারা অণু পরিমাণ বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। তারা কোনো সৃষ্টি জীবের সামান্য কল্যাণ করার

ক্ষমতা রাখে না। তারা আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে কোনো আশ্রয় দেয়ার সামর্থ রাখে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। কবরকে কেন্দ্র করে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। কবরকে সাজদা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি ওফাতের সময়ও বলেছেন–

আল্লাহ তায়ালা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অভিসম্পাত করুন। তারা নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা কবরকে সম্মান করা হলো শিরকে লিপ্ত হওয়ার একটি রাস্তা। এভাবে কবরকে পূজা করার মাধ্যমেই মানুষ মূর্তি পূজার দিকে ধাবিত হয়।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুআর সময় আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে অসীলা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়টি দিয়ে অনেকে মৃত ব্যক্তির উসিলা গ্রহণ করার বৈধতা দেয়ার প্রয়াস পান। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দুআকে উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তার ব্যক্তিত্বকে নয়। আর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন জীবিত ছিলেন। যে কোনো জীবিত ব্যক্তির দুআকে উসিলা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা-ই করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে আমরা তার উসিলা দিয়ে দুআ করতাম। এখন তিনি নেই। তাই আমরা তাঁর চাচা আব্বাসকে দোআ করার ক্ষেত্রে উসিলা হিসাবে নিলাম। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এ বক্তব্যে স্পষ্ট হলো যে, তিনি কোনো মৃত ব্যক্তিকে দুআর সময় উসিলা হিসেবে গ্রহণ বৈধ মনে করতেন না। তিনি নবী হলেও না।

বিষয়টি এমন, যেমন আমরা কোনো সৎ-নেককার ব্যক্তিকে বলে থাকি, আমার জন্য দুআ করবেন। কোনো আলেম বা বুযুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে আমরা নিজেদের জন্য দুআ করিয়ে থাকি। এটাও এক ধরনের উসিলা গ্রহণ। এটা বৈধ। কিন্তু কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তাকে উসিলা করে দুআ করা, দুআর সময় তার রূহের প্রতি মনোনিবেশ করা (যেমন অনেকে বলে থাকে আমি আমার দাদাপীর অমুকের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হলাম,) তার থেকে ফয়েজ-বরকত লাভের ধারণা করা, এগুলো নিষিদ্ধ ও শিরক। মৃত ব্যক্তি যত মর্যাদাবান বুযুর্গ হোক সে কারো

ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। যখন সে মৃত্যুর পর নিজের জন্য ভালো মন্দ কিছু করতে পারে না, তখন অন্যের জন্য কিছু করতে পারার প্রশ্নই আসে না। সে কারো দুআ কবুলের ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। কাউকে উপকার করার বা বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা তার থাকে না।

নবী করীম ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন: মৃত ব্যক্তি নিজের কোনো উপকার করতে পারে না। তিনি বলেছেন-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজের ফল সে পেতে থাকে।

১. সদকায়ে জারিয়াহ (এমন দান যা থেকে মানুষ অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়ে থাকে)
২. মানুষের উপকারে আসে এমন ইলম (বিদ্যা)
৩. সৎ সন্তান যে তাঁর জন্য দুআ করে। বর্ণনায় : সহীহ মুসিলম হাদীসটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা গেল মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিদের দুআ, ক্ষমা প্রার্থনার ফলে উপকার পেতে পারে। কিন্তু জীবিত ব্যক্তিরা মৃতদের থেকে এরূপ কিছু আশা করতে পারে না।

যখন হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোনো আদম সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তার আমল দিয়ে সে কোনো উপকার লাভ করতে পারে না, তখন আমরা কিভাবে বিশ্বাস করি যে, অমুক ব্যক্তি কবরে জীবিত আছেন? তার সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়? তিনি আমাদের উপকার করতে পারেন? আমাদের প্রার্থনা শুনেন ও আল্লাহর কাছে শুপারিশ করেন? এগুলো সব অসার বিশ্বাস। এগুলো যে শিরক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মৃত ব্যক্তিরা যে কবরে শুনতে পায় না, কেহ তাদেরকে কিছু শুনাতে পারে না এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনের ইরশাদ করেছেন। তিনি নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন-

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ.

অর্থঃ নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর তুমি বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না। (সূরা নামল : আয়াত-৮০)

যখন নবী করীম (স) কোনো মৃতকে কিছু শোনাতে পারেন না, তখন সাধারণ মানুষ কিভাবে এ অসাধ্য সাধন করতে পারে? কাজেই আমরা মৃতদের কবরে যেয়ে যা কিছু বলি, যা কিছু প্রার্থনা করি তা তারা কিছুই শুনতে পায় না। যখন তারা শুনতেই পায় না, তখন তারা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কিতাবে কবুল করবে? কিতাবে তাদের হাজত-আকাংখা পূরণ করবে?

আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করা হয়, সবই বাতিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ. وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থঃ আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমরা ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতিতে পৌছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা ইউনুস, আয়াত ১০৬-১০৭)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা হয়, যাদের কাছে দুআ-প্রার্থনা করা হয় তা সবই বাতিল। আরো স্পষ্ট হলো

যে, এগুলো কাউকে উপকার করতে পারে না বা ক্ষতি করতে পারে না। যখন তারা সবই বাতিল, তাদের কাছে দুআ-প্রার্থনা করলে যখন কোনো উপকার হয় না তখন কেন তাদের স্মরণাপন্ন হবে? কেন তাদেরকে উসিলা গ্রহণ করা হবে? কেন তাদের কবরে যেয়ে দুআ করা হবে?

অনেক বিভ্রান্ত লোককে বলতে শুনা যায়, অমুক অলীর মাজার যিয়ারত করতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এই দুআ করেছিলাম। দুআ কবুল হয়েছে, যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি ইত্যাদি। এ ধরণের কথা-বার্তা আল্লাহ্ প্রতি মিথ্যারোপের শামিল।

হ্যাঁ, হতে পারে অলী আওলিয়াদের মাজারে গিয়ে কিছু চাইলে তা যে অর্জন হবে না এ কথা বলা যায় না। তবে অর্জন হলে সেটা দুকারণে হতে পারঃ

১. অলীর মাজারে গিয়ে যা চাওয়া হয়েছে তা পূরণ করা কোনো সৃষ্টিজীবের পক্ষে সম্ভব হবে অথবা হবে না। যদি সম্ভব হয়, তাহলে হতে পারে শয়তান প্রার্থীত বিষয়গুলোকে অর্জন করিয়ে দিয়েছে। যাতে শিরকের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয়। যা চেয়েছে শয়তান সেগুলো তাকে দিয়েছে। কেননা, যে সকল স্থানে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হয় সে সকল স্থানে শয়তান বিচরণ করে। যখন শয়তান দেখল কোনো ব্যক্তি কবর পূজা করছে, তখন সে তাকে সাহায্য করে থাকে। যেমন সে সাহায্য করে মূর্তিপূজারীদের। সে তাদের এ সকল শিরকি কাজগুলোকে তাদের কাছে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে থাকে বলে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন।

এমনিভাবে শয়তান গণক ও জোতিষিদের সাহায্য করে থাকে তাদের কাজ-কর্মে। তাই অনেক সময় এ সকল গণকদের কথা ও ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হতে দেখা যায়।

এমনিভাবে শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে বিপদগ্রস্ত মানুষকে বলে থাকে অমুক মাজারে যাও, তাহলে কাজ হবে। পরে সে যখন মাজারে যায় তখন শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে বিপদে পড়া মানুষটি মনে করে মাজারে শায়িত অলী তাকে সাহায্য

করেছো এমনিভাবে শয়তান মানব সমাজে শিরকের প্রচলন ঘটিয়েছে ও শিরকের প্রসার করে যাচ্ছে।

২. আর যদি প্রার্থীত বিষয়টি এমন হয় যা পূরণ করা শুধু আল্লাহ তায়ালার পক্ষেই সম্ভব, তাহলে বুঝতে হবে এ বিষয়টি অর্জনের কথা তাকদীরে আগেই লেখা ছিল। কবরে শায়িত ব্যক্তির বরকতে এটির অর্জন হয়নি। তাই সকল বিবেকসম্পন্ন মানুষকে বুঝতে হবে যে, মাজারে গিয়ে দুআ করলে কবুল হয় বলে বিশ্বাস করা সর্বাবস্থায়ই কুসংস্কার। কেহ যদি মাজারে গিয়ে দুআ প্রার্থনা করে, মাজার পূজা করে মানুষ থেকে ফেরেশতাতে পরিণত হয় তাহলেও বিশ্বাস করা যাবে না যে, এটা মাজারে শায়িত অলীর কারণে হয়েছে। এর নামই হলো ঈমান। এর নামই হলো নির্ভেজাল তাওহীদ। তাওহীদের বিশ্বাস যদি শিরকমিশ্রিত হয়, কুসংস্কারচ্ছন্ন হয় তা হলে ব্যক্তির মুক্তি নেই।

৪০. তিন বন্ধু নেক আমলের উসিলায় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ

উসিলা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে। তারা দুনিয়ার বিভিন্ন বস্তু এমনকি মৃত ওলী-আওলিয়াদের উসিলা গ্রহণ করে জান্নাতে যাওয়ার আশা পোষণ করে। এমনকি দুনিয়ার কোন প্রয়োজন পূরণের জন্যও তারা মৃত ওলী-আউলিয়াদের মাজারে গিয়ে বিভিন্ন জিনিস প্রার্থনা করে। অথচ কুরআন এবং হাদীসে একমাত্র নেক আমলের উসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা বলা হয়েছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে নিম্নের হাদীসটিতে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ

وَاَهْلِيْ وَامْرَاَتِيْ. فَاحْتَبِسْتُ لَيْلَةً. فَجِئْتُ فَاِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ اَنْ
اُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَاْبِيْ وَدَاْبَهُمَا
حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ
فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الْاٰخَرُ :
اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ كُنْتُ اُحِبُّ امْرَاَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّيْ كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ
الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذٰلِكَ مِنْهَا حَتّٰى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ.
فَسَعَيْتُ فِيْهَا حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتِ: اتَّقِ اللّٰهَ، وَلَا
تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهٖ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا. فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ
ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ
الْاٰخَرُ : اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ
فَاَعْطَيْتُهُ، وَاَبٰى ذَاكَ اَنْ يَاْخُذَ. فَعَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ، فَزَرَعْتُهُ حَتّٰى
اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ.
فَقُلْتُ: انْطَلِقْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَاِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: اَتَسْتَهْزِئُ بِيْ؟
قَالَ : فَقُلْتُ : مَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلٰكِنَّهَا لَكَ. اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ
فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ ".

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন লোক (ঘর থেকে) বের হয়ে রাস্তা চলতে থাকাকালে ভারী বৃষ্টি শুরু হলে তারা একটি পাহাড়ের গর্তে প্রবেশ করল। (এ সময়) উপর থেকে একটি বড় পাথর খণ্ড পড়ে (তারা যে গুহায় প্রবেশ করেছিল সে) গর্তের মুখ আটকে গেল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তখন তারা একজন

অন্যজনকে বলল, তোমাকৃত সর্বোৎকৃষ্ট 'আমালের কথা বলে (পাথর দূর হওয়ার জন্য) আল্লাহর নিকটে দু'আ কর।

সুতরাং তাদের একজন এ বলে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! আমার বাবা-মা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে ক্ষেতে গিয়ে পশুর পাল চরাতাম। অতঃপর বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করে দুধের বাঁটি নিয়ে (সর্বপ্রথম) আমার (বৃদ্ধ) বাবা-মার কাছে যেতাম এবং তারা পান করত। এরপর আমার ছেলে-মেয়ে, পরিজন ও আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একদিন আমার বাড়ী আসতে দেরি হলে রাত হয়ে গেল। আমি (বাড়ী) এসে দেখলাম তারা (আমার মা-বাবা) ঘুমাচ্ছে। তাই আমি তাদেরকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। আমার ছেলে-মেয়েরা ক্ষুধায় চিৎকার করে আমার পায়ের কাছে কাঁদতে থাকল। তথাপি আমি তাদের (বাব-মায়ের) জেগে উঠার আশায় থাকলাম এবং এভাবেই ফজ্‌রের ওয়াক্ত হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি এমনটি করেছিলাম, তাহলে গর্তের মুখ থেকে পাথরখানা একটু ফাঁক করে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গুহার মুখ থেকে পাথর কিছুটা দূর হল।

অন্যজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে খুব বেশি ভালবাসতাম, একজন পুরুষ একজন নারীকে যত বেশি ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে বলল, তুমি আমাকে একশত দীনার না দেয়া পর্যন্ত আমার ভালবাসা লাভ করতে পারবে না। সুতরাং অনেক কষ্টে ও ধৈর্য ধরে আমি তা যোগাড় করলাম। অতঃপর আমি যখন তার পদদ্বয়ের মাঝে বসলাম তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর এবং (বিয়ে না করে) হারামভাবে আমার কুমারীত্ব ও সতীত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়লাম। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি তা করেছিলাম, তাহলে (গুহা-মুখের) পাথরখানা আরো একটু ফাঁক করে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাথরখানা এবার দুই-তৃতীয়াংশ সরে গেল।

অন্য ব্যক্তি (তৃতীয় জন) বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি এক ফারাক (তিন সা') খাদ্যশস্যের বিনিময়ে একজন কাজের লোক নিয়োগ করেছিলাম। আমি যখন তাকে তার মজুরী প্রদান করলাম তখন সে তা নিতে আপত্তি জানাল। আমি ঐ এক ফারাক্ব দানার কথা ভাবলাম এবং তা নিয়ে ক্ষেতে বপন করলাম এবং এভাবে তা দিয়ে গরু কিনলাম ও রাখালের ব্যবস্থা করলাম। পরে (এক সময়ে) সে লোক এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পাওনাটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম, গরুর পাল ও রাখাল যেখানে আছে সেখানে যাও এবং সেগুলো তোমারই মাল। (এ কথা শুনে) সে বলল, আপনি কি আমার সাথে তামাশা করছেন? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে তামাশা করছি না, বরং ওগুলো সত্যিই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে পাথরটি অপসারণ করে গুহার মুখ খুলে দাও। সুতরাং (পাথরটি অপসারণ করে) গুহার মুখ খুলে দেয়া হল। (বুখারী, হা/২২১৫)

৪১. কাল্পনিক কারামত

অনেক মানুষই মুজিযা আর কারামতের প্রার্থক্য জানে না। মুজিযা আর কারামত কি তা বুঝে না। মুজিযা হলো এমন অলৌকিক বিষয় যা নবীদের থেকে প্রকাশ পায়। আর কারামত হলো এমন অলৌকিক বিষয় যা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের থেকে প্রকাশ পায়। মুজিযা প্রকাশের শর্ত হলো, নবী বা রাসূল হওয়া। আর কারামত প্রকাশের শর্ত হলো নেককার ও মুত্তাকী হওয়া। অতএব যদি কোনো বিদআতী পীর-ফকির বা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পায় সেটা মুজিযাও নয়, কারামতও নয়। সেটা হলো দাজ্জালী ধোকা-বাজি বা প্রতারণা।

অনেক অজ্ঞ লোক ধারণা করে থাকে মুজিযা বা কারামত, সাধনা বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে অর্জন করা যায় বা মানুষ ইচ্ছা করলেই তা করতে পারে। তাই এ সকল অজ্ঞ লোকেরা ধারণা করে অলী আউলিয়াগণ ইচ্ছা করলে

কারামতের মাধ্যমে অনেক কিছু ঘটাতে পারেন, বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু আসল ব্যাপারে হলো, কারামত কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। এটি একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মানুষ ইচ্ছা করলে কখনো কারামত সংঘটিত করতে পারে না, সে যত অলী যা পীর হোক না কেন। কোনো বিবেকমান মানুষ বিশ্বাস করে না যে, একজন মানুষের প্রাণ চলে যাওয়ার পর তার কিছু করার ক্ষমতা থাকে। আবার যদি সে কবরে চলে যার তাহলে কিতাবে সে কিছু করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে?

এ ধরনের কথা তারাই বিশ্বাস করতে পারে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে যাদের কোনো নজীর নেই। অলী তো দূরের কথা কোনো নবীর কবরও পূজা করা জায়েয নেই। নবীর কবরতো পরের কথা, জীবিত থাকাকালে কোনো নবীর ইবাদত করা যা তাকে দেবতা জ্ঞান করে পূজা করা যার না। এটা ইসলামে কঠোরতাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ. وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

অর্থ: কোনো মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার ইবাদকারী হয়ে যাও; বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী (আল্লাহ তক্ত) হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে। আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভুরূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবেন? (সূরা আলে ইমরান : আয়াত,৭৯-৮০)

৪২. মুশরিকদের অবস্থা : অতীত ও বর্তমান

যারা কবর ও মাযার পূজা করে তারা বলে থাকে যে, মুশরিকরা মূর্তি **পূজা** করত। আমরাতো মূর্তি পূজা করি না। আমরা আমাদের পীর দরবেশদের মাজার জিয়ারত করি। এগুলোর ইবাদত বা পূজা করি না। তাদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ-প্রার্থনা করি, যেন আল্লাহ তাদের সম্মানের দিকে তাকিয়ে আমাদের দুআ-প্রার্থনা কবুল করেন। এটাতো কোনো ইবাদত নয়। এদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব, মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য ও বরকত কামনা করা সত্যিকারার্থে তার কাছে দুআ করার শামিল। যেমন ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে পৌত্তলিকরা মূর্তির কাছে দুআ-প্রার্থনা করত। তাই জাহেলী যুগের মূর্তি পূজা আর বর্তমান যুগের কবর পূজার মধ্যে কোন প্রার্থক্য নেই। এ দুটো কাজই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। যখন জাহেলী যুগের মুশরিকদের বলা হলো তোমরা কোন মূর্তিগুলোর ইবাদত করো? তারাতো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। তখন তারা ইবাদতের বিষয়টি অস্বীকার করত এবং বলত–

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

অর্থ: আমরা তো তাদের ইবাদত করি না, তবে এ জন্য যে তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। (সূরা যুমার : আয়াত-৩)

এমনিভাবে আমাদের সমাজের কবর পূজারীরাও বলে থাকে যে, আমরা তো কবরে শায়িত অলীর ইবাদত করি না। তার কাছে দুআ করি না। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, তারা আল্লাহর কাছে প্রিয়! তাদের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জন করা যাবে। এ সকল অলীগণকে আমরা আমাদের ও আল্লাহ তায়ালা মধ্যে মাধ্যম মনে করে থাকি।

কাজেই পরিণতির দিক দিয়ে জাহেলী যুগের মুশরিকদের মূর্তি পূর্জা আর বর্তমান যুগের মুসলমানদের কবর পূজা এক ও অতিন্ন। দুটো একই ধরনের শিরক।

৪৩. মুহাব্বত ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরক

অন্তরের একাগ্র ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সৃষ্টি পেতে পারে না। এই নির্ভেজাল শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা হলো একটি ইবাদত। যারা মনে করে আমরা এই কবরের অলী ও বুযুর্গদের অত্যধিক ভালোবাসি, তাদের শ্রদ্ধা করি, তাদের সম্মান করি তাহলে এটিও একটি শিরক। আর এই মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণেই তারা অলী-বুযুর্গদের কবরে মানত করে, কবর প্রদক্ষিণ করে, কবর সজ্জিত করে, কবরে ওরশ অনুষ্ঠান করে। কবরবাসীর কাছে তারা সাহায্য চায়, উদ্ধার কামনা করে। যদি কবরওয়ালার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান ও ভালোবাসা না থাকতো, তাহলে তারা এগুলোর কিছুই করত না। আর এ ধরনের ভালোবাসা শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নিবেদন করতে হয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য নিবেদন করা শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

অর্থ: আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালোবাসার মত তাদেরকে ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। (সূরা-আল বাকারা : ১৬৫)

দৃঢ়তর, সত্যিকার ও সার্বক্ষণিক ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য। এটা অন্যকে নিবেদন করলে শিরক হয়ে যাবে। মুশরিক পৌত্তলিকরা তাদের দেব-দেবীর জন্য এরকম ভালোবাসা পোষণ করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের খুবই কাছে। মানুষ আল্লাহর কাছে তার প্রার্থনা পৌঁছে দিতে মাধ্যম বা উসিলা খোঁজে। কিন্তু কেন? আল্লাহ তায়ালা কি মানুষ থেকে অনেক দূরে? আর মাজারে শায়িত সে সকল পীর অলীগণ মানুষের কাছে কি আল্লাহর চেয়েও নিকটে? কখনো নয়। একজন মানুষ

যখন প্রার্থনা করে তখন সকলের আগেই তারা সরাসরি আল্লাহ কাছে পৌঁছে যায়। আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজে বলেছেন–

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

অর্থ: আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।

(সুরা-বাকারা : আয়াত ১৮৬)

মানুষ সরাসরি আল্লাহ তায়ালার কাছে তার সকল প্রার্থনা নিবেদন করবে কোনো মাধ্যম ব্যতীত। এটাই ইসলামের একটি বৈশিষ্ট ও মহান শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ-প্রার্থনায় কোনো মাধ্যমে গ্রহণ করার দরকার নেই মোটেই। দুআ-প্রার্থনা মাধ্যম যা উসিলা গ্রহণ একটি বিজাতীয় বিষয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে মূর্তি, পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এ দিকের বিবেচনায় এটি একটি কুফরী সংস্কৃতি, যা কোনো মুসলমান অনুসরণ করতে পারে না।

দুআ-প্রার্থনায় আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য সৎকর্মসমূহকে উসিলা হিসেবে নেয়া যায়। তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামসমূহ উসিলা হিসেবে নেয়ার জন্য আল-কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (সূরা-আল আরাফ, আয়াত- ১৮০)

সর্বশেষে বলতে চাই, যারা এ ধরনের অন্যায় উসিলা গ্রহণের মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হচ্ছেন তারা এর থেকে ফিরে আসুন। আমাদের দায়িত্ব কেবল সত্য বিষয়টি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ সকল উসিলা নি:সন্দেহে শিরক। আর শিরক এমন এক মহা-পাপ যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। যে এ শিরকে লিপ্ত হবে জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

অর্থ: নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা-মায়েদা : আয়াত-৭২)

তাই আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য হলো, আমাদের সকল ইবাদত-বন্দেগী, দুআ-প্রার্থনা নির্ভেজালভাবে একমাত্র এক আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদন করা। তিনি যা করতে বলেছেন আমরা তাই করব। নিজেরা কিছু উদ্ভাবন করব না। তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন আমরা সেভাবেই প্রার্থনা করবো। তিনি যেভাবে উসিলা গ্রহণ অনুমোদন করেছেন, আমরা সেভাবে উসিলা গ্রহণ করবো। এর ব্যতিক্রম হলে আমরা ইসলাম থেকে দূরে চলে যাবো। কাজেই সর্বক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হবে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করা। যদি আমরা এভাবে চলতে পারি তবে দুনিয়াতে কল্যাণ আর আখিরাতে চিরন্তন সুখ ও সফলতা লাভ করতে পারবো। অন্যথায়, উভয় জগতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে শিরক থেকে হেফাজত করুন। আ-মীন!

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)		১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান		১২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)		৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী		৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ	–মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন	–মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না	–আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম	–হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন	–সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির	–মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	–ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	মুত্তাফাকুকুন আলাইহি	–শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আল বাকী (বা:)	৯০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া	–মো: নূরুল ইসলাম মনি	২৫০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	- আবুল কাসেম গাজী	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায	–মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	বিবাহ ও তালাকের বিধান	–মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়	–আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	–মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	–সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	–মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	–মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	–ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	–ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান	- আব্দুল হামীদ ফাইজী	১২০
২৯.	ইমলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁন্দের ফযিলত	- মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮০
৩০.	দোয়া কবুলের শর্ত	–মো: মোজাম্মেল হক	৯০
৩১.	আয়াতুল কুরসীর তাফসীর	-ফজলে ইলাহী	১২০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	–ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	-আবুল কাসেম গাজী	১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা	–শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান	-মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান	-মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৮	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স)	-মাও: আ: ছালাম মিয়া	২৫০